পারা ১৫ | মঞ্জিল ৪

সূরা বনী ইসরাঈল
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ ①

১। সুবহা-নাল্লাযী ~ আস্র- বি'আব্দিহী লাইলাম্ মিনাল্ মাস্জ্বিদিল্ হার-মি ইলাল্ মাস্জ্বিদিল্
(১) মহিমাময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দাহকে রাতে ভ্রমন করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকছায় ১ ;

الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ② وَ

আক্বছোয়াল্লাযী বা-রক্না হাওলাহূ লিনুরিয়াহূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা; ইন্নাহূ হুঅস্ সামী'উল্ বাছীর্। ২। অ
যার চর্তুপার্শ্ব বরকতময় করেছি; যেন আমি তাঁকে কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, নিশ্চিয়ই তিনি শুনেন, দেখেন। (২) মূসাকে

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ

আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা অজ্বা'আল্না-হু হুদাল্লিবানী ~ ইস্রা — ঈলা আল্লা-তাত্তাখিযূ মিন্
কিতাব দিলাম, এবং তাকে বনী ইস্রাঈলের পথ প্রদর্শক করেছি- যে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক

دُوْنِيْ وَكِيْلًا ③ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ④ وَ

দূনী অকীলা-। ৩। যুর্রিয়্যাতা মান্ হামাল্না-মা'আ নূহ্; ইন্নাহূ কা-না 'আব্দান্ শাকূর-। ৪।-অ
বানিও না। (৩) হে নূহের সঙ্গে যাদেরকে উঠিয়েছি তাদের সন্তানেরা! নিশ্চয়ই সে তো ছিল কৃতজ্ঞ বান্দাহ। (৪) আমি

قَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ

ক্বাদ্বোয়াইনা ~ ইলা-বানী ~ ইস্র — ঈলা ফিল্ কিতা-বি লাতুফ্সিদুন্না ফিল্ আরদ্বি মার্রাতাইনি অ
বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা নিঃসন্দেহে যমীনে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও

টীকা ঃ (১) এখানে নবী কারীম (ছঃ)এর মি'রাজ গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত রয়েছে।
মি'রাজ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রাসূলে কারীম (ছঃ) হাতীমে কা'বা অথবা হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপাথরের নিকটে কোথাও শয়নাবস্থায় ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং ঈমানে পরিপূর্ণ একখানা স্বর্ণ পাত্রে ধৌত করে পূর্ববৎ ঠিক করে দিলেন। অতঃপর গর্ধবের চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের সওয়ারী যাকে 'বোরাক' বলা হয় সওয়ারী হিসেবে উপস্থিত হল, যার গতিবেগ ছিল দৃষ্টি সীমা রেখার বাইরে। এতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, পথে এক বৃদ্ধার সাথে আমার দেখা হল, আর একটি বস্তু আমাকে ঝুঁকে ডাকছিল এবং আর একটি জীব আমাকে সালাম দিল। রাস্তার তিন জায়গায় আমাকে নামায পড়ানো হয়েছে ঃ ১ম, মদীনায় এবং বলা হয়, এটি আপনার হিজরতগাহ বা প্রবাস স্থান, ২য় সীনাই পর্বতে এবং বলা হয় যে, এটি হযরত মূসা (আঃ) ও আল্লাহর কথাপোকথনের স্থান; ৩য় বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং বলা হয় যে, এখানে হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সে পাথরের ছিদ্রের সাথে আমার বোরাক বাঁধা হল, যেখানে নবীদের সওয়ারী বাঁধা হত। তারপর আযান দেয়া হল, আর জিবরাঈল (আঃ) নবী কারীম (ছঃ)-কে ইমাম বানালেন এবং সমস্ত নবী তাঁর (ছঃ) পেছনে নামায পড়লেন। সেখান থেকে তাঁকে ১ম আসমানে আরোহণ করানো হল, অতঃপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আসমানে তদ্রূপ সপ্তম আসমান পর্যন্ত নেয়া হল এবং প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলার সময় জিজ্ঞেস করা হত। "কে এবং তোমার সঙ্গে কে?" উত্তরে বলা হত" জিবরাঈল এবং আমার সঙ্গী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)। তিনি সপ্তম আসমানে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দেয়া অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেও দেখতে পান এবং অন্যান্য আসমানসমূহেও অন্যান্য নবীদের সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আমি বাইতুল মামূরে নামায আদায় করেছি; এটি সেই পবিত্র স্থান যেখানে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা তওয়াফ করেন যারা পুনরায় তওয়াফ করার সুযোগ পান না।

لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٥﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي

লাতা'লুন্না উলুঅন্ কাবীর –।৫। ফাইযা- জ্বা — য়া ওয়া'দু উলা-হুমা-বা'আছ্না- 'আলাইকুম্ 'ইবাদাল্ লানা ~ উলী

বড় দাম্ভিকতা দেখাবে (২)। (৫) অতঃপর প্রথমটির সময় যখন আসল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার যোদ্ধা

بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٦﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا

বা''সিন্ শাদীদিন্ ফাজ্বা-সূ খিলালাদ্দিয়া-র্; অকা-না অ'দাম্ মাফ্'উলা– । ৬ । ছুম্মা রদাদ্না-

বান্দাহ প্রেরণ করেছি, তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংস করেছিল, এটি কার্যকরী ওয়াদা। (৬) পরে আমি তোমাদেরকে তাদের

لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا *

লাকুমুল্ কার্‌রতা 'আলাইহিম্ অআম্‌দাদ্‌না-কুম্ বিআম্‌ওয়া- লিঁও অবানীনা অজ্বা'আল্‌না-কুম্ আক্‌ছার নাফীর-।

ওপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং তোমাদেরকে ধন ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করলাম, এবং তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম।

﴿٧﴾ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

৭। ইন্ আহ্‌সান্‌তুম্ আহ্‌সান্‌তুম্ লিআন্‌ফুসিকুম্ অ ইন্ আসা'তুম্ ফালাহা-; ফা ইযা-জ্বা — য়া ওয়া'দুল্ আ-খিরতি

(৭) তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যই কল্যাণ, মন্দ করলে তাও নিজেদের জন্যই করবে । তার পর যখন দ্বিতীয় সময়

لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا

লিয়াসূ — য়ূ উজ্বূ-হাকুম্ অলিইয়াদ্‌খুলুল্ মাস্‌জ্বিদা কামা-দাখালূহু আউঅলা মার্‌রাতিঁও অলিইয়ুতাব্বিরূ মা-'আলাও

উপস্থিত হল, যেন তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে প্রবেশ করে, যেভাবে তারা প্রথমবার প্রবেশ করেছিল

তَتْبِيرًا ﴿٨﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ ওয়াক্ফে লাযেম

তাত্‌বীরা-। ৮। 'আসা রব্বুকুম্ আইঁ ইয়ার্‌হামাকুম্ অ ইন্ 'উত্‌তুম্ 'উদ্‌না-। অ জ্বা'আল্‌না- জ্বাহান্নামা

এবং যেন সাধ্যমত বিনাশ করে ফেলে। (৮) তোমাদের রব তোমাদেরকে দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পুনরাবৃত্তি কর, তবে তিনিও

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٩﴾ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

লিল্ কা-ফিরীনা হাছীর-।৯। ইন্না হাযা-ল্ কুরআ-না ইয়াহ্‌দী লিল্লাতী হিয়া আক্বঅমু অ ইয়ুবাশ্‌শিরুল্ মু'মিনী নাল্লা

করবেন; কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে আমি কয়েদখানা করলাম। (৯) নিশ্চয়ই এ কোরআন এমন সুদৃঢ় পথের সন্ধান দেয়

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

যীনা ইয়া'মালূনাছ্ ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ আজ্‌রান্ কাবীরা–।১০। অ আন্নাল্ লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা

এবং এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যারা নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।(১০) আর যারা পরকালের প্রতি ১ ع ১০ ১ রুকু

بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١﴾ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ

বিল্‌আ-খিরতি আ'তাদ্‌না-লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা–।১১। অ ইয়াদ্'উল্ ইন্‌সা-নু বিশ্‌শাররি দু'আ — য়াহূ

ঈমান রাখে না, তাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (১১) আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে, যেমন সে

بِالْخَيْرِؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ⑫ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا

বিল্ খইর্; অকা-নাল্ ইন্সা-নু 'আজূলা- ।১২। অ জ্বা'আল্‌নাল্ লাইলা অন্নাহা-রা আ-ইয়াতাইনি ফামাহাওনা ~
কামনা করে কল্যাণ। মানুষ খুবই চঞ্চল। (১২) আর রাত ও দিনকে আমি দুটি নিদর্শন করেছি; রাতের নিদর্শনকে

اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا

আ-ইয়াতাল্লাইলি অ জ্বা'আল্‌না ~ আ-ইয়াতান্নাহা-রি মুব্‌ছিরাতাল্লিতাব্ তাগু ফাদ্বলাম্ মির্ রব্বিকুম্ অ লিতা'লামূ
করেছি নিষ্প্রভ ও দিনের নিদর্শনকে করেছি দর্শনযোগ্য, যেন তোমরা আপন রবের অনুগ্রহ খুঁজতে পার, আর যাতে

عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ⑬ وَكُلَّ اِنْسَانٍ

'আদাদাস্ সিনীনা অল্‌হিসা-ব্; অকুল্লা শাইয়্যিন্ ফাছ্‌ছোয়াল্‌না-হু তাফ্‌ছীলা- । ১৩ । অকুল্লা ইন্সা-নিন্
তোমরা বছর গণনার হিসাবও জানতে পার; প্রতিটি বস্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি। (১৩) আর আমি প্রতিটি মানুষের

اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا *

আল্‌যাম্‌না-হু ত্বোয়া —য়িরাহূ ফী উনুক্বিহ্; অনুখ্‌রিজু লাহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি কিতাবাঁই ইয়াল্‌ক্বা-হু মান্‌শূর- ।
কৃতকর্মকে তার জন্য গলার হার করে রেখেছি; আর কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য বই বের করব; যা সে খোলা পাবে।

⑭ اِقْرَاْ كِتٰبَكَؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ⑮ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

১৪। ইক্ব্‌র' কিতা-বাক্; কাফা-বিনাফ্‌সিকাল্ ইয়াওমা 'আলাইকা হাসীবা- । ১৫ । মানিহ্‌তাদা- ফাইন্নামা-
(১৪) বই পাঠ কর, আজ তোমার হিসেবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (১৫) যে সুপথ অবলম্বন করে, তা তো তার

يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىؕ

ইয়াহ্‌তাদী লিনাফ্‌সিহী অ মান্ দ্বোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-; অলা-তাযিরু ওয়া-যিরাতুঁও ওয়িয্‌র উখ্‌র-;
নিজের কল্যাণের জন্যই; যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সেও তার অমঙ্গলের জন্য হয়; কেউ কারো বোঝা নিবে না; কোন রাসূল

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ⑯ وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا

ওমা-কুন্না মু'আয্‌যিবীনা হাত্তা-নাব'আছা রসূলা- ।১৬। অইযা ~ আরদ্‌না ~ আন্ নুহ্‌লিকা ক্বার্‌ইয়াতান্ আমার্‌না-
না পাঠিয়ে শাস্তি দেই না।(১৬) আর যখন আমি ধ্বংস করতে চাই কোন জনপদ তখন বিত্তবানদেরকে সৎকাজের আদেশ করি;

مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ⑰ وَكَمْ اَهْلَكْنَا

মুত্‌রাফীহা-ফাফাসাকূ ফীহা-ফাহাক্ব্‌ক্বা 'আলাইহাল্ ক্বওলু ফাদাম্মার্‌নাহা-তাদ্‌মীর- ।১৭। অকাম্ আহ্‌লাক্‌না-
তখন তারা বিপর্যয় করে; ফলে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া হয়, আর আমি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। (১৭) আর নূহের পর

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫ ঃ অলীদ ইবনে মুগীরা কাফেরদেরকে বলে বেড়াত, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সকল পাপ বহন করে নিব। তখন এই মর্মে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। একদা নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট হযরত খাদীজা (রাঃ) মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে না কি জাহান্নামে যাবে? নবী কারীম (ছঃ) বললেন, এ সিদ্ধান্ত তাদের পিতার অনুকূলে হবে- পিতা যদি ভাল হয়, তবে তারা ভাল আর যদি মন্দ হয়, তবে তার মন্দ হবে। পরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশুদের কোন শাস্তি হবে না।

مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ﴿١٧﴾ مَنْ

মিনাল্ ক্বুরূ নি মিম্ বা'দি নূহ্; অকাফা- বিরব্বিকা বিযুনূবি 'ইবাদিহী খবীরম্ বাছীর-। ১৮। মান্

কত জনজীবন আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; আর আপনার রবই তাঁর বান্দাদের পাপ জানার ও দেখার জন্য যথেষ্ট।(১৮) দুনিয়ার

كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ

কা-না ইয়ুরীদুল্ 'আ-জ্বিলাতা 'আজ্জ্বাল্না- লাহূ ফীহা- মা-নাশা — য়ু লিমান্ নুরীদু ছুম্মা জ্বা'আল্না- লাহূ জ্বাহান্নামা

যে কেউ আশু সুখ কামনা করলে যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, সে

يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

ইয়াছ্লা-হা-মায্মূমাম্ মাদ্হূর-। ১৯। অমান্ আর-দাল্ আ-খিরতা অসা'আ-লাহা-সা'ইয়াহা-অ হুঅ

লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। (১৯) আর যে পরকাল চায়, এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং

مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٠﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ

মু'মিনুন্ ফাউলা — য়িকা কা-না সা'ইয়ুহুম্ মাশ্কূরা-।২০। কুল্লান্নুমিদ্দু হা ~ উলা — য়ি অহা ~ উলা — য়ি মিন্ 'আত্বোয়া — য়ি

সে ঈমানদারও বটে; এমন লোকদের চেষ্টাই স্বীকৃত।(২০) আপনার রবের দান হতে এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করি,

رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢١﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى

রব্বিক্; অমা-কা-না 'আত্বোয়া — য়ু রব্বিকা মাহ্জূর-। ২১। উন্জুর্ কাইফা ফাদ্দ্বোয়াল্না-বা'দ্বোয়াহুম্ 'আলা-

আর আপনার রবের দান কারো জন্য বন্ধ হয় না। (২১) আপনি লক্ষ্য করুন, আমি কিভাবে একদলকে অন্য দলের ওপর

بَعْضٍ ۗ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢٢﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

বা'দ্ব; অলাল্ আ-খিরতু আক্বারু দারজা-তিঁও অআক্বারু তাফ্ব্বীলা-। ২২। লা- তাজ্'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, এবং পরকাল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, এবং গুণেও শ্রেষ্ঠ।(২২) তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ স্থির করও না; এমন ২ ১২ ২ রুকূ

اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٣﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

আ-খরা ফাতাক্ব্'উদা মায্মূমাম্ মাখ্যূলা-। ২৩। অক্বদ্বোয়া- রব্বুকা আল্লা- তা'বুদূ ~ ইল্লা ~ ইয়্যা-হু

কর যদি, তবে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হবে। (২৩) তোমর রব নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না;

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ

অবিল্ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-না-; ইম্মা-ইয়াব্লুগন্না 'ইন্দাকাল্ কিবার আহাদুহুমা ~ আও কিলা-হুমা-ফালা-তাক্বুল্

পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন বা উভয়ই বৃদ্ধ হলে তাদের প্রতি উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলবে না; এবং

لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

লাহুমা ~ উফ্ফিঁও অলা-তান্হার্হুমা- অক্বুল্ লাহুমা-ক্বওলান্ কারীমা-। ২৪। অখ্ফিদ্ব্ লাহুমা-জ্বানাহায্ যুল্লি

তাদেরকে ধমক দিবে না; তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলবে। (২৪) এবং তাদের প্রতি সদয় বাহু অবনত করবে এবং

مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ﴿٢٥﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

মিনার্ রহমাতি অ কু্ল্ রব্বির্ হাম্হুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী ছোয়াগীর-।২৫। রব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-ফী
বলবে; হে রব! তাদের প্রতি রহম কর, যেরূপ তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (২৫) রব তোমাদের মনের

نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٦﴾ وَآتِ ذَا

নুফূসিকুম্; ইন্ তাকূনূ ছোয়া-লিহীনা ফাইন্নাহূ কা-না লিল্আওঅ-বীনা গফূরা-।২৬। অ আ-তি যাল্
কথা জানেন, যদি তোমরা নেক্কার হও তবে তিনি তো মনোযোগীদের প্রতি ক্ষমাশীল। (২৬) নিকটাত্মীয়কে তার

الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ

কু্র্বা হাক্বক্বহূ অল্মিস্কীনা অব্নাস্ সাবীলি অলা-তুবায্যির্ তাব্যীর-।২৭। ইন্নাল্ মুবায্যিরীনা
হক দাও; মিসকীন ও পথিককেও তাদের হক দাও। আর তোমরা অপব্যয় থেকে বিরত থাক। (২৭) নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٨﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ

কানূ ~ ইখ্ওয়া-নাশ্ শাইয়াত্বীন্; অ কা-নাশ্ শাইত্বোয়া-নু লিরব্বিহী কাফূর-।২৮। অইম্মা-তু'রিদ্বোয়ান্না 'আন্হুমুব্
শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) আর যদি আপনি কখনও তাদের থেকে ফিরে

ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٩﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

তিগ — য়া রহ্মাতিম্ মির্ রব্বিকা তার্জূহা- ফাকু্ল্ লাহুম্ ক্বওলাম্ মাইসূর-।২৯। অলা-তাজ্'আল্ ইয়াদাকা
থাকতে চান আপনার রব হতে অনুগ্রহ পাবার আশায়, তাহলে তাদেরকে মিষ্টি কথা বলে দিন। (২৯) আপনি স্কন্ধে আবদ্ধ

مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

মাগ্লূলাতান্ ইলা- 'উনুক্বিকা অলা-তাব্সুত্ব্হা-কুল্লাল্ বাস্ত্বি ফাতাক্ব্'উদা মালূমাম্ মাহ্সূর-।
রাখবেন না আপনার হাতকে আবার সম্পূর্ণ খুলেও দিবেন না। তা হলে আপনি নিন্দিত হবেন এবং নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।

৩ ع ৪ ৩ রুকু

﴿٣٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

৩০। ইন্না রব্বাকা ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্কা লিমাই ইয়াশা — য়ু অইয়াক্বদির্; ইন্নাহূ কা-না বি'ইবাদিহী খবীরম্ বাছীর-।
(৩০) নিশ্চয়ই আপনার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযিক্ বাড়িয়ে দেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন, তিনি বান্দাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

﴿٣١﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ

৩১। অলা-তাক্ব্তুলূ ~ আওলা-দাকুম্ খাশ্ইয়াতা ইম্লা-ক্ব্; নাহ্নু নার্যুকু্হুম্ অ ইয়্যা-কুম্; ইন্না ক্বত্লাহুম্
(৩১) আর অভাবের ভয়ে নিজ সন্তান হত্যা করও না; তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক্ দিই। তাদেরকে হত্যা করা

শানেনুযূল ঃ -আয়াত ২৮ঃ কয়েকজন ছাহাবা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে গিয়ে সওয়ারী প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) উত্তর দিলেন, "আমার নিকট কোন সওয়ার নেই, যার ওপর তোমাদেরকে সওয়ার করাতে পারি।" এতে ছাহাবারা মনক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৩২ ঃ এখানে যিনা হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক ঃ এটি একটি অশ্লীল কাজ। দুইঃ সামাজিক অনাসৃষ্টির প্রসার। মহানবী (ছঃ) বলেছেন, সপ্ত আসমান ও যমীন বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি লা'নত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান হতে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা ও সন্ত্রাসের যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর অধিকাংশের নেপথ্যে রয়েছে অবৈধ ও অবাধ যৌনাচার। (মাঃ কোঃ)

كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا

কা-না খিত্বয়ান্ কাবীর- ।৩২। অলা-তাক্বরাবুয্ যিনা ~ ইন্নাহূ কা-না ফা-হিশাহ্; অসা — য়া সাবীলা- ।৩৩। অলা-

মহাপাপ। (৩২) তোমরা ব্যাভিচারের নিকটেও যেয়ো না, এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ। (৩৩) আর যথার্থ কারণ

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ

তাক্বতুলুন্নাফ্সাল্লাতী হার্রমাল্লা-হু ইল্লা-বিল্হাক্ব্; অমান্ ক্বুতিলা মাজ্লূমান্ ফাক্বদ্ জ্বা'আল্না-লিঅলিয়্যিহী

ছাড়া আল্লাহর নিষিদ্ধ কাকেও তোমরা হত্যা করো না, কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার ওয়ারিশকে প্রতিকারের

سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٤﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ

সুল্ত্বোয়া-নান্ ফালা-ইয়ুস্রিফ্ ফিল্ ক্বত্ল্; ইন্নাহূ কা-না মান্ছূরা- ।৩৪। অলা-তাক্বরাবূ মা-লাল্ ইয়াতীমি

অধিকার দিয়েছি, তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত ।(৩৪) প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়

اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

ইল্লা-বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু হাত্তা-ইয়াব্লুগা আশুদ্দাহূ অআওফূ বিল্ 'আহ্দি ইন্নাল্ 'আহ্দা কা-না

ছাড়া এতীমের সম্পদের নিকটে যেয়ো না, তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করবে, নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা

مَسْئُوْلًا ﴿٣٥﴾ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ

মাস্উলা- ।৩৫। অআওফুল্ কাইলা ইযা কিল্তুম্ অযিনূ বিল্কিস্ত্বোয়া- সিল্ মুস্তাক্বীম্; যা-লিকা খাইরুঁও

হবে। (৩৫) আর তোমরা মাপার সময় পূর্ণ মাপ দিবে, সঠিক পাল্লায় ওজন দিও; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, আর এর

وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ

অ আহ্সানু তা''ওয়ীলা- ।৩৬। অলা-তাক্বফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্ম্; ইন্নাস্ সাম্'আ অল্ বাছোয়ারা অল্

পরিণাম ফল ভাল ।(৩৬) তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করও না, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, কর্ণ, চক্ষু ও মনসহ প্রত্যেকটির

الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٧﴾ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ

ফুওয়া-দা কুল্লু উলা —য়িকা কা-না 'আন্হু মাস্উলা- ।৩৭। অলা-তাম্শি ফিল্ আর্দ্বি মারহান্ ইন্নাকা

ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৭) আর তুমি যমীনে দম্ভভরে চলো না, তুমি যমীনকে না বিদীর্ণ করতে

لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٨﴾ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ

লান্ তাখ্রিক্বাল্ আর্দ্বোয়া অ লান্ তাব্লুগাল্ জ্বিবা-লা ত্বূলা। ৩৮। কুল্লু যা-লিকা কা-না সাইয়িয়ুহূ 'ইন্দা

পারবে আর না তুমি পাহাড়ের শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারবে। (৩৮) এ সকল অন্যায় কাজ আপনার রবের নিকট

رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٩﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ

রব্বিকা মাক্রূহা- ।৩৯। যা-লিকা মিম্মা ~ আওহা ~ ইলাইকা রব্বুকা মিনাল্ হিক্মাহ্; অলা-তাজ্'আল্ মা'আল্

অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা সেই হিকমতের কথা যা আপনার রব আপনার কাছে প্রেরণ করলেন, আর আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য

اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٤٠﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ

লা-হি ইলা-হান্ আ-খরা ফাতুল্ক্বা-ফী জ্বাহান্নামা মালূমাম্ মাদ্হূর–। ৪০। আফাআছ্ফা-কুম্ রব্বুকুম্ বিল্বানীনা
কাউকে ইলাহ্ স্থির করবেন না, করলে নিন্দিত এবং বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) রব কি তোমাদেরকে পুত্র

৪ ع ১০ ৪ রুকূ

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ

অত্তাখাযা মিনাল্ মালা — য়িকাতি ইনা-ছা-; ইন্নাকুম্ লাতাকূ্লূনা ক্বওলান্ 'আজীমা-। ৪১। অলাক্বদ্ ছোয়ার্রফ্না ফী
বেছে দিয়েছেন। আর তিনি নিজে ফেরেশ্তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা জঘণ্য কথা বলছ। (৪১) এ কোরআনে

هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ

হা-যাল্ কু্র্আনি লিইয়ায্যাক্কারূ-; অমা ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা-নুফূর-। ৪২। কুল্লু লাও কা-না মা'আহু ~ আ-লিহাতুন্
বহু বর্ণনা প্রদান করেছি, তাদের উপদেশ গ্রহনার্থে অথচ এতে তাদের কেবল ঘৃণাই বাড়ল। (৪২) বলুন, তাদের কথামত

كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٣﴾ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ

কামা-ইয়াকূ্লূনা ইযাল্ লাব্তাগও ইলা-যিল্'আর্শি সাবীলা-। ৪৩। সুব্হা-নাহূ অ তা'আ-লা 'আম্মা ইয়াকূ্লূনা
তাঁর সঙ্গে আরও ইলাহ্ থাকলে তারা আরশের মালিকের পথ খুঁজে নিত। (১) (৪৩) তিনি তাদের বক্তব্য হতে পবিত্র,

عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٤﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ

'উলুঁওআন্ কাবীর-। ৪৪। তুসাব্বিহু লাহুস্ সামা-ওয়া-তুস্ সাব্'উ অল্আরদ্বু অমান্ ফীহিন্; অইম্ মিন্
বহু উর্ধ্বে।(৪৪) সপ্তাকাশ, যমীন ও তাদের মধ্যকার সকল বস্তু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিলা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু

شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ☆

শাইয়িন্ ইল্লা-ইয়ুসাব্বিহু বিহাম্দিহী অলা-কিল্লা-তাফ্ক্বহূনা তাস্বীহাহুম্ ইন্নাহূ কা-না হালীমান্ গফূরা-।
নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে না; তবে তোমরা সেই বর্ণনা বুঝ না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا ﴿٤٥﴾

৪৫। অ ইযা- ক্বর'তাল্ কু্র্আ-না জ্বা'আল্না-বাইনাকা অবাইনাল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্আ-খিরতি হিজ্বা-বাম্
(৪৫) যখন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন তখন আমি আপনাকে ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে গোপন পর্দা

مَّسْتُوْرًا ﴿٤٦﴾ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا

মাস্তূর–।৪৬। অ জ্বা'আল্না- 'আলা- কু্লূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আইঁ ইয়াফ্ক্বহুহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্ র-; অ ইযা-
রেখে দেই। (৪৬) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা দিয়েছি, যেন তারা তা না বুঝে; আর তাদের কর্ণেও বধিরতা। আর আপনি

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٧﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

যাকার্তা রব্বাকা ফিল্ কু্র্আ-নি অহ্দাহূ অল্লাও 'আলা ~ আদ্বা-রিহিম্ নুফূর–। ৪৭। নাহ্নু আ'লামু বিমা-
কোরআনে একমাত্র রবের কথা উল্লেখ করলে তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান দিয়ে আপনার

يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ

ইয়াস্তামি'ঊনা বিহী ~ ইয্ ইয়াস্তামি'ঊনা ইলাইকা অইয্ হুম্ নাজ্ওয়া ~ ইয্ ইয়াকূলুজ্ জোয়া-লিমূনা ইন্

কথা শ্রবণ করে, তখন কেন শ্রবণ করে তা আমি জানি। যখন পরামর্শ করে চলে যায় তখন জালিমরা বলে, তোমরা তো

تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٨﴾ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا

তাত্তাবি'ঊনা ইল্লা-রজুলাম্ মাসহূরা-। ৪৮। উন্জুর্ কাইফা দোয়ারবূ লাকাল্ আম্ছা-লা ফাদ্বোয়াল্লূ ফালা-

যাদুকরের অনুসরণই করছ। (৪৮) দেখুন, তারা আপনার জন্য কি উপমাসমূহ প্রদান করে, বস্তুতঃ তারা পথভ্রষ্ট, সুতরাং

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

ইয়াস্তাত্বী'ঊনা সাবীলা-।৪৯। অ ক্বা-লূ ~ আ ইযা-কুন্না-ই'জোয়া মাঁও অ রুফা-তান্ আইন্না-লা মাব্'উছূনা

তারা পথ পাবে না। (৪৯) আর তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার পর কি নতুন সৃষ্টিরূপে আবার

● এক চতুর্থাংশ

خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥١﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي

খল্ক্বান্ জ্বাদীদা-।৫০। ক্বুল্ কূনূ হিজ্বা-রতান্ আও হাদীদা-। ৫১। আও খল্কুম্ মিম্মা-ইয়াক্বুরু ফী

সৃজিত হয়ে উঠব? (৫০) বলুন, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন সৃষ্ট বস্তু যা তোমাদের

صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

ছুদূরিকুম্ ফাসাইয়াক্বূলূনা মাইঁয়ু'ঈদুনা- ক্বুলিল্লাযী ফাত্বোয়ারকুম্ আউঅলা মার্রতিন্

ধারণায় কঠিন; তখন তারা বলবে, কে আমাদেরে পুনঃ উঠাবে? বলুন, তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ☆

ফাসাইয়ুন্‌গিদ্বূনা ইলাইকা রুয়ূসাহুম্ অইয়াক্বূলূনা মাতা-হুয়া; ক্বুল্ 'আসা ~ আইঁ ইয়াকূনা ক্বরীবা-।

করেছেন, অতঃপর তারা মাথা নাড়িয়ে আপনার সম্মুখে বলবে তা কখন আসবে? বলুন, সম্ভবত তা খুব শীঘ্রই আসবে।

ع ৫ ১২ ৫ রুকু

﴿٥٢﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾ وَقُلْ

৫২। ইয়াওমা ইয়াদ্'উকুম্ ফাতাস্তাজ্বীবূনা বিহাম্দিহী অতাজুন্নূনা ইল্লাবিছ্তুম্ ইল্লা-ক্বলীলা-।৫৩। অ ক্বুল্

(৫২) সেদিন তোমাদেরকে ডাকলে তোমরা সপ্রশংস সাড়া দিবে, এবং তোমরা মনে করবে যেন অল্প সময়ই ছিলে। ৫৩। আমার

لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ

লি'ইবা-দী ইয়াক্বূলুল্ লাতী হিয়া আহ্সান্; ইন্নাশ্ শাইতোয়া-না ইয়ান্যাগু বাইনাহুম্ ইন্নাশ্ শাইত্বোয়া-না

বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন উত্তম কথা বলে। নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উস্কানি দিয়ে

আয়াত-৪৭ ঃ পয়গাম্বররা মানবিক বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জ্বিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর উপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। অতএব, যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের খেলাপ নয়। তবে কাফেররা এখানে যাদুগ্রস্ত দ্বারা পাগল হওয়াকে বুঝাতে চেয়েছে। তাই কোরআন একে অস্বীকার করেছে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৪৯ ঃ হে হাবীব! তারা আপনাকে যাদুগ্রস্ত, পাগল, কবি, গণক ইত্যাদি পদবীতে ভূষিত করা যেমন আশ্চর্যের বিষয় ছিল তার চেয়ে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হল উক্ত অপবাদগুলো প্রমাণের জন্য তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। (মাঃ) কোঃ)

كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ

কা-না লিল্ইন্সা-নি 'আদুওঅম্ মুবীনা-। ৫৪। রব্বুকুম্ আ'লামু বিকুম্ ইঁইয়াশা" ইয়ার্হাম্কুম্ আও ইঁইয়াশা"

থাকে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) রব তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন, তিনি ইচ্ছা করলে দয়া অথবা শাস্তি

يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٥﴾ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

ইয়ু'আয্যিব্কুম্ অমা — আর্সাল্না-কা 'আলাইহিম্ অকীলা-। ৫৫। অরব্বুকা আ'লামু বিমান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি

দিতে পারেন। আর আমি আপনাকে তাদের যিম্মাদার করে পাঠাই নি। (৫৫) আকাশ ও যমীনের সকলের ব্যাপারে আপনার রবই

وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۞

অল্আর্দ্ব্; অলাক্বদ ফাদ্দ্বোয়াল্না-বা'দ্বোয়ান্ নাবিয়্যীনা 'আলা-বা'দ্বিও অআ-তাইনা-দা-য়ূদা যাবূর-।

ভাল জানেন। আর আমি নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছি, দাউদকে যাবূর প্রদান করেছি।

﴿٥٦﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا

৫৬। কুলিদ্'উ ল্লাযীনা যা'আম্তুম্ মিন্ দূনিহী ফালা-ইয়াম্লিকূনা কাশ্ফাদ্ দ্বুররি 'আন্কুম্ অলা-

(৫৬) বলুন, তাঁকে ছাড়া যাদের দাবি তোমরা কর, তাদেরকে আহ্বান কর। তারা না তোমাদের দুঃখ দূর করে আর না পরিবর্তন

تَحْوِيْلًا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ

তাহ্ওয়ীলা-। ৫৭। উলা — য়িকা ল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা ইয়াব্তাগূনা ইলা-রব্বিহিমুল্ অসীলাতা আইয়্যুহুম্

করে। (৫৭) তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তাদের রবের কাছে উপায় তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক,

اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۞

আক্ব্রাবু অ ইয়ার্জূনা রহ্মাতাহূ অ ইয়াখ-ফূনা 'আযা-বাহ্; ইন্না 'আযা-বা রব্বিকা কা-না মাহ্যূরা-।

নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তাঁর দয়া কামনা করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে, নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।

﴿٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا

৫৮। অ ইম্মিন্ ক্বর্ইয়াতিন্ ইল্লা-নাহ্নু মুহ্লিকূহা- ক্বব্লা ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি আও মু'আয্যিবূহা- 'আযা-বান্

(৫৮) আর এমন কোন জনপদ যে জনপদকে কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করা হবে না অথবা কঠিন শাস্তি প্রদান করা

شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٩﴾ وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ

শাদীদা-; কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্ত্বূর-। ৫৯। অমা-মানা'আনা ~ আন্ নুরসিলা বিল্আ-ইয়া-তি

হবে না। কিতাবে তা-ই লিখিত আছে। (৫৯) আর বিষয়টি কেবল আমাকে নিদর্শন পাঠানো হতে বিরত রেখেছিল যে

اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ

ইল্লা ~ আন্ কায্যাবা বিহাল্ আউওয়ালূন্; অআ-তাইনা- ছামূদা-ন্না-ক্বতা মুব্ছিরতান্ ফাজোয়ালামূ বিহা-;

পূর্ববর্তী লোকেরা সে নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ছামূদকে শিক্ষাপ্রদ উষ্ট্রী প্রদান করেছি, কিন্তু তারা তার প্রতি

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٦٠﴾ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ

অমা- নুরসিলু বিল্‌আ-ইয়া-তি ইল্লা-তাখ্‌ওয়ীফা-। ৬০। অইয্ কুল্‌না- লাকা ইন্না রব্বাকা আহা-ত্বোয়া বিন্না-স্;
জুলুম করল। ভীতির জন্যই নিদর্শন পাঠাই। (৬০) স্মরণ করুন, আমি যখন আপনাকে বললাম রব মানুষকে বেষ্টন

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ

অমাজ্বা'আল্‌নার্ রু'ইয়াল্লাতী ~ আরইনা-কা ইল্লা-ফিত্‌নাতাল্ লিন্না-সি অশ্‌শাজ্বারতাল্ মাল্‌'উনাতা
করে আছেন। যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে অভিশপ্ত গাছটি শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য।

فِي الْقُرْاٰنِ ۭ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦١﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ ع ৬ ৮ ৬ রুকু

ফিল্ কুরআ-নি অনুখওয়্যিফুহুম্ ফামা-ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা-তুগ্‌ইয়া-নান্ কাবীর-। ৬১। অইয্ কুল্‌না-লিল্‌মালা — য়িকাতিস্
আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তুএতে তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম,

اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا

জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~ ইল্লা ~ ইব্‌লীস্; ক্বা-লা আ আস্‌জুদু লিমান্ খলাক্ব্‌তা ত্বীনা-।
আদমকে সেজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল ইবলীস ছাড়া। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যে মাটি হতে তৈরি।

﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۡ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

৬২। ক্বা-লা আরইতাকা হা-যাল্লাযী কার্‌রম্‌তা 'আলাইয়্যা লায়িন্ আখ্‌খরতানি ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি
(৬২) সে বলল, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা প্রদান করলেন; যদি কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ প্রদান করেন, তবে আমি

لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٣﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ

লাআহ্‌তানিকান্না যুর্‌রিয়্যাতাহূ ~ ইল্লা-ক্বলীলা-। ৬৩। ক্বা-লায্ হাব্ ফামান্ তাবি'আকা মিন্‌হুম্ ফাইন্না জ্বাহান্নামা
তার সকল সন্তানকে আমার আয়ত্বে নিয়ে আসব কয়েকজন ছাড়া। (৬৩) 'বললেন, যাও! যারা তোমার আনুগত্য করবে,

جَزَاۗؤُكُمْ جَزَاۗءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٤﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ

জ্বাযা — য়ুকুম্ জ্বাযা — য়াম্ মাওফূর-। ৬৪। অস্‌তাফ্‌যিয্ মানিস্ তাত্বোয়া'তা মিন্‌হুম্ বিছোয়াওতিকা অ আজ্‌লিব্
জাহান্নামই তোমাদের পূর্ণ প্রাপ্য। (৬৪) আর তাদের মধ্যে যাকে পার বিভ্রান্ত কর। তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক

عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۭ وَمَا

'আলাইহিম্ বিখইলিকা অরজ্বিলিকা অশা-রিক্‌হুম্ ফিল্ আম্‌ওয়া-লি অল্‌আওলা-দি অ'ইদ্‌হুম্; অমা-
বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর। তাদের সম্পদে ও সন্তান সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও।

আয়াত-৬২ ঃ আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে হযরত আদমকে (আঃ) সিজদা না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শয়তান অভিশপ্ত ও বিদূরিত হয়। ফলে পাপিষ্ঠ ইবলিস ঈর্ষাহ্নিত হয়ে হযরত আদমের বংশধর মানব-জাতিকে বিভ্রান্ত, বিপদগামী করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যে অবকাশ ও শক্তি প্রার্থনা করেছিল, এ আয়াতে তারই আভাস প্রদান করা হয়েছে।

আয়াত- ৬৬ঃ আল্লাহ তা'আলা এখান থেকে আবার তওহীদের প্রমাণাদির বর্ণনা শুরু করছেন। মুশরিকদের অসদাচরণ সত্বেও আল্লাহর দয়া-দানসমূহ এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহই মানুষের কার্যনির্বাহক এবং তাঁর কার্য-সম্পাদন তখনই প্রমাণিত হয় যখন মানুষ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ও

يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝٦٤ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى

ইয়া'ইদুহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইল্লা-গুরূর-। ৬৫। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম্ সুল্ত্বোয়া-ন্; অ কাফা-

আর শয়তানের দেয়া ওয়াদা ছলনা মাত্র। (৬৫) নিশ্চয়ই আমার বান্দাহদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তাদের

بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝٦٥ رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ

বিরব্বিকা অকীলা-। ৬৬। রব্বুকুমু ল্লাযী ইয়ুয্জী লাকুমুল্ ফুল্কা ফিল্ বাহ্রি লিতাব্তাগূ মিন্

রব-ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহক। (৬৬) তোমাদের রব তো তিনি যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান পরিচালনা করেন, যেন

فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝٦٦ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

ফাদ্বলিহ্; ইন্নাহূ কা-না বিকুম রহীমা-। ৬৭। অ ইযা-মাস্সাকুমুদ্ দ্বুর্রু ফিল্ বাহ্রি দ্বোয়াল্লা মান্

অনুগ্রহ খুঁজতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৬৭) যখন সাগরে বিপদে পড়, তখন তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে

تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ

তাদ্'উনা ইল্লা ~ ইয়্যা-হু ফালাম্মা-নাজ্জা-কুম্ ইলাল্ বার্রি আ'রদ্তুম্ অকা-নাল্ ইন্সা-নু

আহ্বান কর তারা সবই অন্তর্হিত হয়। যখন তিনি স্থলের দিকে মুক্তি দেন, তখন তোমরা পুনরায় বিমুখ হও। মানুষ খুবই

كَفُوْرًا ۝٦٧ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

কাফূর-। ৬৮। আফাআমিন্তুম্ আই ইয়াখ্সিফা বিকুম্ জ্বা-নিবাল্ বার্রি আও ইয়ুর্সিলা 'আলাইকুম্ হা-ছিবান্

অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে প্রোথিত করবেন না, তোমাদের প্রতি কংকর বর্ষাবেন

ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝٦٨ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى

ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ লাকুম্ অকীলা-। ৬৯। আম্ আমিন্তুম্ আই ইয়ু'ঈদাকুম্ ফীহি তা-রতান্ উখ্র-

না ? পরে তোমরা নিজেদের জন্য কার্য নির্বাহক পাবে না; (৬৯) অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত যে,তিনি সেথায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا

ফা ইয়ুর্সিলা 'আলাইকুম্ ক্বা-ছিফাম্ মিনার্ রীহি ফাইয়ুগ্রিক্বকুম্ বিমা-কাফার্তুম্ ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ

করাবেন না, আর তোমাদের উপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করে কুফুরীর কারণে ডুবাবেন না? পরে তোমরা এ বিষয়ে আমার

لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝٦٩ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

লাকুম্ 'আলাইনা- বিহী তাবী'আ-। ৭০। অ লাক্বদ কার্রাম্না-বানী ~ আ-দামা অহামাল্না-হুম্ ফিল্ বার্রি অল্বাহ্রি

বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৭০) নিশ্চয়ই আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি। এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে

অসহায় হয়ে পড়ে। এরই বিবরণে বলা হচ্ছে, আরবের লোকেরা সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে অভিযান চালায়। সমুদ্র অভিযানে তোমাদের নৌযান ঘূর্ণিবার্তায় পতিত হলে তোমরা যেসব গায়রুল্লাহকে পূজিতে তাদের কেউই থাকে না। বাস্তবে তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের কাছে পৌঁছে না। তখন তোমাদের যে মনোভাব হয় তাতে প্রতীয়মান হয় যে শিরকের অসারতা ও বাতুলতা তোমাদের অন্তরে স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই রক্ষাকারী নেই বলে মনে কর। তা সত্বেও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার পর আবার শিরকে লিপ্ত হও আল্লাহ তা'আলা এর ওপর সতর্কবাণী জ্ঞাপনপূর্বক বলেছেন, "তবে তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর অন্য কোন গযব প্রেরণ করতে পারবেন না অথবা তোমাদেরকে যমীনে ধসায়ে ফেলতে পারবেন না বা তোমাদের ওপর আকাশ হতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবেন না?

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧١﴾ يَوْمَ نَدْعُوْا

অ রযাক্ব্না-হুম্ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি অফাদ্ দ্বোয়াল্না-হুম্ 'আলা-কাছীরিম্ মিম্মান্ খলাক্ব্না-তাফ্দ্বীলা-। ৭১। ইয়াওমা নাদ্'উ

চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, উত্তম রিযিক দিয়েছি। আমার অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৭১) সেদিন প্রত্যেককে

৭ ع ১০ ৭ রুকু

كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ

কুল্লা উনা-সিম্ বিইমা- মিহিম্ ফামান্ উতিয়া কিতা-বাহূ বিইয়ামীনিহী ফাউলা — য়িকা ইয়াক্বরয়ূনা কিতা-বাহুম্

তাদের নেতাসহ আহ্বান করব, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তারা স্ব-স্ব আমলনামা পড়বে, তারা সামান্য

وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٢﴾ وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ

অলা-ইয়ুজ্লামূনা ফাতীলা-।৭২। অমান্ কা-না ফী হা-যিহী ~ আ'মা-ফাহুঅ ফিল্ আ-খিরতি আ'মা-অআদ্বোয়াল্লু

পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৭২) আর যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ হবে, সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ হবে এবং পথভ্রষ্ট

سَبِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا

সাবীলা-। ৭৩। অইন্ কা-দূ লা ইয়াফ্তিনূনাকা 'আনিল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা লিতাফ্তারিয়া 'আলাইনা-

হবে। (৭৩) এরা তো আপনাকে পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তা থেকে, যে অহী আমি দিলাম আপনাকে যেন

غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ

গইরাহূ অইযাল্ লাত্তাখযূকা খলীলা-। ৭৪। অলাওলা ~ আন্ ছাব্বাত্না-কা লাক্বদ্ কিত্তা তার্কানু

আপনি মিথ্যা আরোপ করেন, তখন তারা আপনাকে বন্ধু পেত।(৭৪) আমি দৃঢ় না রাখলে আপনি তাদের দিকে

اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٥﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ

ইলাইহিম্ শাইয়ান্ ক্বলীলা-।৭৫। ইযাল্লা আযাক্ব্না-কা দ্বি'ফাল্ হা ইয়া-তি অদ্বি'ফাল্ মামা-তি ছুম্মা

কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন; (৭৫) যদি এমন হত, তবে আমি আপনাকে ইহ- পরকালে দ্বিগুন শাস্তি ভোগ করাতাম, তখন আমার

لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٦﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ

লা-তাজ্বিদু লাকা 'আলাইনা-নাছীরা-। ৭৬। অইন্ কা-দূ লাইয়াস্তাফিয্যূনাকা মিনাল্ আর্দ্বি লিইয়ুখ্রিজূকা

বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) তারা তো চেয়েছে আপনাকে দেশ হতে বের করতে। আর যদি এরূপ ঘটেই যেতো

مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٧﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا

মিনহা- অ ইযাল্লা-ইয়াল্বাছূনা খিলা-ফাকা ইল্লা-ক্বলীলা-।৭৭। সুন্নাতা মান্ ক্বদ্ আর্সাল্না- ক্বব্লাকা মির্ রুসুলিনা-

তবে আপনার পর সেখানে স্বল্পকাল টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, এরূপই তাদের

আয়াত-৭১ ঃ এখানে ইমাম অর্থ আ'মলনামাও হতে পারে এবং নেতাও হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তারা নেতার নাম ধরে ডাকা হবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৭৬ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন হতে মক্কার কাফেররা একদিনের জন্যও মক্কায় শান্তিতে থাকতে পারেনি। দেড় বছর পর বদরের ময়দানে তাদের সত্তরজন নিহত এবং গোটা শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এর পর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে যায়। অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সমগ্র মক্কা মুকাররামা জয় করেন। এ সবই রাসূল (ছঃ)-কে মক্কা হতে মদীনায় হিজরতে বাধ্য করার কুফল। (মাঃ কোঃ)

৮ ع ৭ ৮ রুকু

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٨﴾ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ

অলা-তাজ্বিদু লিসুন্নাতিনা- তাহ্ওয়ীলা-। ৭৮। আক্বিমিছ্ ছলা-তা লিদুলূকিশ্ শাম্সি ইলা-গসাক্বিল্

নিয়ম ছিল, আর আপনি আমার নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না। (৭৮) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার

الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ

লাইলি অক্বু-র্আ-নাল্ ফাজ্বর; ইন্না ক্বু-র্আ-নাল্ ফাজ্ব্ রি কা-না মাশ্হূদা-। ৭৯। অমিনাল্ লাইলি

হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করুন এবং ফজরের নামাযও। নিশ্চয়ই ফজরের নামায লক্ষ্যণীয়।(৭৯) আর রাতে তাহাজ্জুদ

فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ

ফাতাহাজ্জাদ্ বিহী না-ফিলাতাল্লাকা 'আসা ~ আঁই ইয়াব্'অছাকা রব্বুকা মাক্ব-মাম্ মাহ্মূদা-। ৮০। অক্বু-র্

আদায় করবেন। এটা আপনার জন্য আশা যে, আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন। (৮০) আর বলুন,

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ

রব্বি আদ্খিল্নী মুদ্খলা ছিদ্ক্বিঁও অ আখ্রিজ্ব্ নী মুখ্রাজ্বা ছিদ্ক্বিঁও অজ্ব'আল্লী মিল্

হে আমার রব! আমাকে উত্তমভাবে (মদীনায়) দাখিল করুন এবং উত্তমভাবে (মক্কা হতে) বের করুণ। আর আমার জন্য আপনার

لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨١﴾ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

লাদুন্কা সুল্ত্বোয়া-নান্ নাছীরা-। ৮১। অক্বুল্ জ্বা — য়াল্ হাক্ব্ ক্বু অযাহাক্বাল্ বা-ত্বিল্; ইন্নাল্ বা-ত্বিলা কা-না

নিকট থেকে আর সাহায্যকারী শক্তি প্রদান করুন। (৮১) আর বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত। নিশ্চয়ই মিথ্যা তো

زَهُوقًا ﴿٨٢﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ

যাহূক্ব-।৮২। অনুনায্যিলূ মিনাল্ ক্বু-র্আ-নি মা-হুঅ শিফা — য়ুঁও অ রহ্মাতুল্লিল্ মু''মিনীনা অলা-ইয়াযীদুজ্

দূরীভূত হবেই। (৮২) আর আমি কোরআন এমন সময় অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, আর এটি

الظّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٣﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَـٰا بِجَانِبِهٖ ۚ

জোয়া-লিমীনা ইল্লা-খসা-র-।৮৩। অইযা ~ আন'আম্না- 'আলাল, ইন্সা-নি আ'রদ্বোয়া অনায়া-বিজ্বা-নিবিহী

জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৮৩) আর আমি যদি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তবে সে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যায়;আর

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا ﴿٨٤﴾ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ

অইযা-মাস্সাহুশ্ শার্রু কা-না ইয়ায়ূসা-।৮৪। ক্বুল্ কুল্লুঁই ইয়া'মালূ 'আলা-শা-কিলাতিহ্; ফারব্ব্ কুম্ আ'লামু

অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন, প্রত্যেকে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে; তার রব

৯ ع ৭ ৯ রুকু

بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيلًا ﴿٨٥﴾ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ؕ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

বিমান হুঅ আহ্দা সাবীলা-। ৮৫। অইয়াস্য়ালূনাকা 'আনির্ রূহ্; ক্বুলির্ রূহু মিন্ আম্রি রব্বী

তাকে ভালভাবে জানেন, যে সঠিক পথে চলে। (৮৫) তারা 'রূহ্' সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে; বলুন, রূহ আমার রবের

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٦﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي

অমা ~ উতীতুম্ মিনাল্ 'ইল্মি ইল্লা-ক্বলীলা-। ৮৬। অলায়িন্ শি'না-লানায্হাবান্না বিল্লাযী ~

নির্দেশ মাত্র। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে। (৮৬) আমি চাইলে আপনার প্রতি অবতারিত অহী

أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٧﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ

আওহাইনা ~ ইলাইকা ছুম্মা লা-তাজ্বিদু লাকা বিহী 'আলাইনা-অকীলা-। ৮৭। ইল্লা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিক্; ইন্না

প্রত্যাহার করতে পারি, এতে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবেন না। (৮৭) হাঁ, আপনার রবের অনুগ্রহ থাকলে;

فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن

ফাদ্বলাহূ কা-না 'আলাইকা কাবীরা-। ৮৮। ক্বুল্ লায়িনিজ্ব্ তামা'আতিল্ ইন্সু অল্জ্বিন্নু 'আলা ~ আইঁ

তাঁর বড় রহমত আপনার প্রতি আছে। (৮৮) বলুন, এ কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনার জন্য যদি তোমরা সকল

يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٩﴾

ইয়া''তূ বিমিছ্লি হাযা-ল্ ক্বুরআ-নি লা ইয়া''তূনা বিমিছ্লিহী অলাও কা-না বা'দ্বুহুম্ লিবা'দ্বিন্ জোয়াহীরা-।

মানুষ ও জ্বিন পরস্পরকে সাহায্য করেও তথাপি তারা কখনও অনুরূপ কোরআন রচনা করে আনতে সক্ষম হতে পারবে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۖ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ﴿٨٩﴾

৮৯। অ লাক্বদ্ ছোয়ার্রাফ্না-লিন্নাসি ফী হা-যাল্ ক্বুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন্ ফাআ-বা ~ আক্ছারুন্

(৮৯) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার উপমা বর্ণনা করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অন্য কিছু স্বীকার

ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٠﴾ وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ

না-সি ইল্লা-কুফূর-। ৯০। অক্বা-লূ লান্নু''মিনা লাকা হাত্তা-তাফ্জ্বুরা লানা-মিনাল্ আর্দ্বি

করেনি কুফরী করা ছাড়া। (৯০) আর তারা বলল, আমরা কখনোই ঈমান আনয়ন করব না মাটি হতে প্রস্রবণ

يَنۢبُوعًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا

ইয়াম্বূ'আ-। ৯১। আও তাকূনা লাকা জ্বান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিঁও অ 'ইনাবিন্ ফাতুফাজ্জ্বিরাল্ আন্হা-র খিলা-লাহা-

প্রবাহিত করা ছাড়া। (৯১) অথবা খেজুর বা আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকবে আর তুমি সে বাগানে বহু নহর প্রবাহিত

تَفْجِيرًا ﴿٩٢﴾ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَ

তাফ্জীর-। ৯২। আও তুস্ক্বিতোয়াস্ সামা — য়া কামা-যা'আম্তা 'আলাইনা- কিসাফান্ আও তা''তিয়া বিল্লা-হি অল্

করে দেবে। (৯২) অথবা তোমার বর্ণনানুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে কিংবা আল্লাহ ও

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯০ ঃ আবু জাহেল, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি উমাইয়া, অলীদ, আসওয়াদ ও আবুল বোখতরী প্রমুখ কাফেররা একদা হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে এসে বলল, 'তুমি নিজ ভাই বেরাদার ও বংশধরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছে। আমাদের বড় জনদেরকে গালিগালাজ এবং উপাস্যদের নানা ভাবে বদনাম করেছে। এখন তা হতে নিবৃত্ত হও। এর বিনিময়ে যদি ধনরত্ন চাও তবে তোমাকে সর্বাধিক বড় ধনী করে দিব, আর যদি মান-সম্মানের চাও, তবে তোমাকে আমাদের সর্দার করব। আর তুমি যদি এসব কথোপকথন কোন দুঃস্বপ্নের বশবর্তী হয়ে থাক, তবে আস তোমাকে কোন গুণবন্তের কাছে নিয়ে যাই, যে তোমাকে মন্ত্র দীক্ষায় সুস্থ

الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٣﴾ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ

মালা — য়িকাতি ক্ববীলা-। ৯৩। আও ইয়াকূনা লাকা বাইতুম্ মিন্ যুখ্রুফিন্ আও তার্ক্ব- ফিস্ সামা — য়;
ফেরেশতাদেরকে সামনে আনবে। (৯৩) অথবা স্বর্ণ নির্মীত কোন ঘর থাকবে, অথবা আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু

وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ

অলান্ নু'মিনা লিরুক্বিয়িকা হাত্তা-তুনায্যিলা 'আলাইনা-কিতা-বান্ নাক্বরয়ুহ্; ক্বুল্ সুব্হা-না রব্বী হাল্
তোমার আরোহণ করাকেও কখনও বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না আমাদের জন্য পঠনযোগ্য কিতাব না দাও। বলুন, পবিত্র

১০ ع ৯ ১০ রুকু

كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى

কুন্তু ইল্লা-বাশাররর্ রসূলা-। ৯৪। অমা-মানা'আন্না-সা আইঁ ইয়ু'মিনূ ~ ইয্ জ্বা — য়াহুমুল্ হুদা ~
আমার রব। আমি একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নই। (৯৪) হেদায়েত আসলে ঈমান হতে লোকদেরকে

اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ

ইল্লা ~ আন্ ক্ব-লূ ~ আবা'আছাল্লা-হু বাশাররর্ রসূলা-। ৯৫। ক্বুল্ লাও কা-না ফিল্ আর্দ্বি মালা — য়িকাতুইঁ
বিরত রাখে শুধু এ উক্তিটি, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠালেন'? (৯৫) বলুন, ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত মনে ভূপৃষ্ঠে

يَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٦﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

ইয়াম্শূনা মুত্বমায়িন্নীনা লানায্যাল্না-'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা — য়ি মালাকার্ রসূলা-। ৯৬। ক্বুল্ কাফা-বিল্লা-হি
বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফেরেশতাকেই প্রেরণ করতাম রাসূল করে। (৯৬) বলুন, আমার ও তোমাদের

شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ

শাহীদাম্ বাইনী অবাইনাকুম্; ইন্নাহূ কা-না বি'ইবা-দিহী খবীরাম্ বাছীর-। ৯৭। অমাইঁ ইয়াহ্ দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্
মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তিনি বান্দাদেরকে জানেন, দেখেন। (৯৭) আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই পথপ্রাপ্ত হয়।

الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ

মুহ্তাদি অ মাইঁ ইয়ুদ্বলিল্ ফালান্ তাজ্বিদা লাহুম্ আউলিয়া — য়া মিন্ দূনিহ্; অ নাহ্শুরুহুম্ ইয়াওমাল্
আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন, তবে আপনি কখনও তাঁকে ছাড়া আর কাকেও তাদের অভিভাবক পাবেন না। আমি কিয়ামতে তাদেরকে

الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ

ক্বিয়া-মাতি 'আলা-উজ্হিহিম্ উম্ইয়াঁও অবুক্মাঁও অছুম্মা-; মা''ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; কুল্লামা-খবাত্ যিদ্না-হুম্
অন্ধ, মূক ও বধির রূপে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। তাদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তা সামান্য নিস্তেজ হবে,

করে তুলবে, তখন হুযূর (ছঃ) বললেন, "এসব কিছু তোমাদের কল্পনা মাত্র, আমি বাস্তবে আল্লাহর রাসূল।" এ বলে হুযূর (ছঃ) উঠে রওয়ানা দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে বলল, আচ্ছা, হে মুহাম্মদ (ছঃ) তুমি তো আমাদের কোন কথাই রাখলে না, তবে আমি বলি, যে পর্যন্ত তুমি আমার সম্মুখে সোপান যোগে আকাশে না চড় এবং সেখান থেকে চার ফেরেশতা সাক্ষী হিসেবে এবং তোমার নবুওয়তের স্বীকৃতি পূর্ণ একটি কিতাব সঙ্গে করে না আনতে পার ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথার ওপর নির্ভর করে তোমাকে কখনও রাসূল মেনে নিব না। অতঃপর হুযূর (ছঃ) বিমর্ষ হয়ে চলে আসলে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

سَعِيرًا ﴿٩٨﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ

সা'ঈ রা- ।৯৮। যা-লিকা জ্বাযা — য়ুহুম্ বিআন্নাহুম্ কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা- অক্বূ-লূ আইযা- কুন্না- 'ইজোয়া-মাঁও অ

বাড়িয়ে দিব। (৯৮) তা-ই তাদের প্রাপ্য। কেননা, তারা আমার দর্শন মানেনি এবং বলেছে, আমাদের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও

رُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ

রুফা-তান্ আইন্না লামাব্'উছূনা খল্ক্বান্ জ্বাদীদা- ।৯৯। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা- হাল্লাযী খলাক্বস্

কি নতুন সৃষ্টিরূপে আমরা পুনরুত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখে না, যে আল্লাহ্ আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন,

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া ক্বাদিরুন্ 'আলা ~ আইঁ ইয়াখ্লুক্ব মিছ্লাহুম্ অজ্বা'আলা লাহুম্ আজ্বালাল্লা--রইবা

তিনি তদ্রুপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি তাদের জন্য কাল নির্ধারণ করেছেন, যাতে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

فِيهِ ۖ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ

ফীহ্ ; ফাআবাজ্ জোয়া-লিমূনা ইল্লা-কুফূর- ।১০০। ক্বুল্ লাও আন্তুম্ তাম্লিকূনা খাযা — য়িনা রহ্মাতি

তথাপি জালিমরা কুফুরীতেই লিপ্ত রয়েছে। (১০০) বলুন, তোমরা যদি আমার রবের দয়ার অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক

رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ

রব্বী ~ ইযাল্ লাআম্সাক্তুম্ খাশ্ইয়াতাল্ ইন্ফা-ক্ব; অকা-নাল্ ইন্সা-নু ক্বূতূর- । ১০১। অ লাক্বদ

হতে, তবে ব্যয় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তা অবশ্যই ধরে রাখতে; আসলে মানুষ অত্যন্ত কৃপণ। (১০১) আর আমি

آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

আ-তাইনা মূসা- তিস্'আ 'আ-ইয়া-তিম্ বাইয়িনা-তিন্ ফাস্য়াল্ বানী ~ ইস্র — ঈলা ইয্ জ্বা — য়াহুম্ ফাক্ব-লা লাহূ

মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছিলাম, বনী ইস্রাঈলকে প্রশ্ন করে দেখুন। সে তাদের কাছে আসলে ফেরাউন বলল,

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ

ফির্'আউনু ইন্নী লাআজুন্নুকা ইয়া- মূসা- মাস্হূরা- । ১০২। ক্ব-লা লাক্বদ্ 'আলিম্তা মা ~ আন্যালা

হে মূসা! আমি তো মনে করি নিঃসন্দেহে তোমাকে কেউ যাদু করেছে। (১০২) মূসা বলল, তুমি তো অবশ্যই জান, এ

إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

হা ~ উলা — য়ি ইল্লা-রব্বুস্ সামা-ওয়া- তি অল্আর্দ্বি বাছোয়া — য়িরা অইন্নী লা আজুন্নুকা ইয়া-ফির্'আউনু মাছ্বূরা- ।

নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রবই প্রমাণরূপে প্রদান করেছেন। হে ফেরাউন! আমার ধারণা, তুমি নিশ্চিন্ত ধ্বংসমুখী।

আয়াত-১০০ ঃ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারেও মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে, কাকেও দিবে না এই আশংকায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। থানভী (রঃ) বলেন, এখানে রহমতের অর্থ হল নবুওয়াত রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুওয়াতের উৎকর্ষ সাধন। তা হলে অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা কি চাও যে, নবুওয়াতের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক। যাতে তোমরা ইচ্ছামত নবুওয়াত দান করতে পার। এমতাবস্থায় আগের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সামঞ্জস্য এরূপ হবে যে, তোমরা নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম হল, তোমরা আমার নবুওয়াত অস্বীকার করতে চাও। (মাঃ কোঃ)

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। ফাআর-দা আইঁ ইয়াস্তাফিয্যাহুম্ মিনাল্ আর্দ্বি ফাআগ্রক্বু না-হু অমাম্মা'আহূ জ্বামী'আ-।
(১০৩) সে (ফেরাউন) তাদেরকে দেশ থেকে বের করতে চাইল; তখন আমি তাকে সংগীসহ (সমুদ্র গর্ভে) ডুবিয়ে দিলাম।

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। অকু্লনা-মিম্ বা'দিহী লিবানী ~ ইস্র — ঈলাস্ কুনুল্ আর্দ্বোয়া ফাইযা-জ্বা — য়া
(১০৪) পরে আমি বনী ইস্রাঈলদের বললাম, এ দেশেই বসবাস করতে থাক; পরে আখেরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত

وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٥﴾ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ

ওয়া'দুল্ আ-খিরতি জ্বি''না বিকুম্ লাফীফা-।১০৫। অবিল্ হাক্ব্ক্বি আন্যাল্না-হু অবিল্হাক্ব্ক্বি নাযাল্;
হলে তোমাদের সকলকে গুটিয়ে আনব। (১০৫) আর তা সত্যসহ নাযীল করেছি, সত্যসহই নাযীল হয়েছে; আপনাকে

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٦﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

অমা ~ আর্সালনাকা ইল্লা-মুবাশ্শিরাঁও অ নাযীর-। ১০৬। অ ক্বু্র্আ-নান্ ফারক্ব্না-হু্ লিতাক্ব্রয়াহূ
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। (১০৬) কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করে নাযিল করেছি, যেন মানুষকে

عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٧﴾ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ

'আলান্না-সি 'আলা-মুক্ছিওঁ অ নায্যাল্না-হু তান্যীলা-। ১০৭। ক্বু্ল্ আ-মিনূ বিহী ~ আওলা- তু''মিনূ
থেমে থেমে পাঠ করান; আর আমি তা ক্রমশঃ নাযিল করেছি, (১০৭) বলুন, তোমরা এ কোরআনকে বিশ্বাস কর বা না

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ

ইন্নাল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা মিন্ ক্বব্লিহী ~ইযা-ইয়ুত্লা- 'আলাইহিম্ ইয়াখির্রূনা লিল্আয্ক্বা-নি
কর; ইতোপূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের সামনে যখন তা পাঠ করা হত তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে

سُجَّدًا ﴿١٠٨﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٩﴾ وَيَخِرُّونَ

সুজ্জাদা-। ১০৮। অ ইয়াক্বূলূনা সুব্হা-না রব্বিনা ~ ইন্ কা-না ওয়া'দু রব্বিনা-লামাফ্'উলা-। ১০৯। অইয়াখির্রূনা
পড়ত।(১০৮) আর বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদাই বাস্তব। (১০৯) এবং তারা

لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١١٠﴾ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ

লিল্আয্ক্বা-নি ইয়াব্কূনা অইয়াযীদুহুম্ খুশূ 'আ-। ১১০। ক্বু্লিদ্'উল্লা-হা আওয়িদ্'উর্ রহ্মা-ন্;
কেঁদে লুটিয়ে পড়ে। এটি তাদের বিনয় বাড়িয়ে দেয়। (১১০) বলুন, তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ' বলেই ডাক বা 'রাহমান' বলেই ডাক;

أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

আইয়া-ম্মা- তাদ্'উ ফালাহুল্ আস্মা — য়ুল্ হুস্না-অলা-তাজ্হার্ বিছলা-তিকা অলা-তুখ-ফিত্ বিহা-
যে নামেই ডাক, সুন্দর নাম তো একমাত্র তাঁরই। আর স্বীয় নামাযে কেরাত উচ্চৈঃস্বরেও পড়বে না, আবার ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না;

وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١١﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ

অব্তাগি বাইনা যা-লিকা সাবীলা-। ১১১। অকু্লিল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী লাম্ ইয়াত্তাখিয্ অলাদাঁও অ লাম্
মাঝামাঝি পন্থা বলম্বন কর। (১১১) বলুন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহন করেন নি, সার্বভৌমত্বে ১২ ع ১১ ১২ রুকু

يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

ইয়াকুল্ লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্কি অলাম্ ইয়াকুল্ লাহূ অলিয়্যু ম্মিনায্যুল্লি অকাব্বির্হু তাক্বীর-।
তাঁর কোন শরীক নেই তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, যার কারণে তাঁর কোন অভিভাবক থাকতে পারে, আর তাঁরই মহত্ব ঘোষণা কর।

সূরা কাহ্ফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১০
রুকূ ঃ ১২

﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী ~ আন্যালা 'আলা 'আবদিহিল্ কিতা-বা অ লাম্ ইয়াজ্'আল্ লাহূ 'ইওয়াজ্বা-।
(১) প্রশংসা আল্লাহর, যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করলেন, এবং তাতে তিনি কোন বক্রতা রাখেন নি;

﴿٢﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

২। ক্বাইয়্যিমাল্ লিইয়ুন্যির বা'সান্ শাদীদাম্ মিল্লাদুন্হু অইয়ুবাশ্ শিরাল্ মু'মিনীনাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাছ্
(২) বরং একে সুদৃঢ় করেছেন যেন তাঁর কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করে এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদেরকে, যারা নেক

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٣﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴿٤﴾ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ

ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ আজ্ব্রান্ হাসানা-। ৩। মা-কিছীনা ফীহি আবাদা-।৪। অইয়ুন্যিরল্লাযীনা
আমল করে তাদের জন্য উত্তম পাওনা রয়েছে; (৩) তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে; (৪) আর সতর্ক করবে তাদেরকে,

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٥﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً

ক্ব-লুত্তাখযাল্লা-হু অলাদা-।৫। মা-লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্মিঁও অলা- লিআ-বা — য়িহিম্; কাবুরত্ কালিমাতান্
যারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন'। (৫) এটি না তাদের জানা আছে, আর না পিতৃপুরুষের জানাছিল; তাদের

تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٦﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى

তাখ্রুজু্ মিন্ আফ্ওয়া-হিহিম্; ইঁইয়াকু্ লূনা ইল্লা-কাযিবা-।৬। ফালা'আল্লাকা বা-খি'উন্নাফ্সাকা 'আলা ~
মুখনিঃসৃত বাক্য কি মারাত্মক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে থাকে। (৬) সম্ভবতঃ আপনি তাদের পিছনে আপনার নিজের

ফযীলত ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাতে অত্র সূরা তেলাওয়াত করছিল আর এমন সময় তাঁর ঘোড়াটি ভীষন লাফালাফি শুরু করে দিল। অগত্যা সে উপরের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল যে, একটি নূরের আলো। সকালে সে হুযূর (ছঃ) কে বললে তিনি বললেন, তুমি এটি পড়তে থাক, কারণ এটি মন-সান্ত্বনার আলো, যা উক্ত সূরা পড়াতে নাযিল হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে বা দিনে এ সূরা পাঠ করবে তার জন্য তাঁর পাঠের স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত একটি আলোক প্রদীপ দেয়া হবে এবং সে শুক্রবার হতে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত আরও অধিক তিন দিনের পাপ মাফ করে দেয়া হবে এবং সত্তরজন ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।
শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫ ঃ কাফেরদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, গুণিজনেরা গায়েব জানে। এর অস্বীকার পূর্বক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

أَثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٧ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ

আ-ছা-রিহিম্ ইল্ লাম্ ইয়ু''মিনূ বিহা-যাল্ হাদীছি আসাফা-। ৭। ইন্না- জ্বা'আল্না-মা- 'আলাল্ আর্‌দ্বি
জীবনটাই শেষ করবেন যদি তারা এ কথা বিশ্বাস না করে। (৭) যমীনে যা কিছু আছে, আমি তার জন্য শোভা করেছি;

زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٨ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا

যীনাতাল্লাহা-লিনাব্‌লুঅহুম্ আইয়্যুহুম্ আহ্‌সানু 'আমালা-। ৮। অইন্না-লাজ্বা-'ঈলূনা মা-'আলাইহা-ছোয়া'ঈদান্
যেন আমি তাদের মাঝে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করতে পারি। (৮) আর তার ওপরের সকল বস্তুকে শূন্য ময়দানে

جُرُزًا ۝٩ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۞

জু্রুযা-। ৯। আম্ হাসিব্‌তা আন্না আছ্‌হা-বাল্ ক্বহ্‌ফি অর্‌রক্বীমি কা-নূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা- 'আজ্বাবা-
পরিণত করব। (৯) আপনি কি গুহার অধিবাসী ও রাকীমের অধিবাসীদের আমার বিস্ময়কর নিদর্শন বলে মনে করেন?

۝١٠ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

১০। ইয্ আওয়াল্ ফিত্‌ইয়াতু ইলাল্ কাহ্‌ফি ফাক্বূ রব্বানা ~ আ-তিনা-মিল্লাদুন্‌কা রাহ্‌মাতাঁও অহাইয়ি'' লানা-
(১০) যখন যুবকরা গুহায় গিয়ে বলল, হে আমাদের রব! তোমার থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দাও, আমাদের কার্য যথাযথ

مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١١ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١٢ ثُمَّ

মিন্ আম্‌রিনা- রশাদা-। ১১। ফাদ্বোয়ারব্‌না-'আলা ~ আ-যা- নিহিম্ ফিল্ কাহ্‌ফি সিনীনা 'আদাদা-। ১২। ছুম্মা
হওয়ার ব্যবস্থা কর। (১১) অতঃপর আমি তাদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (১২) অতঃপর

ع ১ ১২ ১৩ রুকু

بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝١٣ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

বা'আছ্‌না-হুম্ লিনা'লামা আই ইয়ুল্ হিয্‌বাইনি আহ্‌ছোয়া-লিমা-লাবিছূ ~ আমাদা-। ১৩। নাহ্‌নু নাক্বুছ্ছু 'আলাইকা
তাদেরকে জাগালাম, যেন জানি যে, দু দলের মধ্যে কে অবস্থানকাল নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। (১৩) আপনার কাছে তাদের বর্ণনা

نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝١٤ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

নাবায়াহুম্ বিল্‌হাক্ব্; ইন্নাহুম্ ফিত্‌ইয়াতুন্ আ-মানূ বিরব্বিহিম্ অযিদ্‌না-হুম্ হুদা-। ১৪। অ রবাত্ব্‌না- 'আলা-ক্বুলূ বিহিম্
যথাযথ দিচ্ছি ; তারা ছিল যুবক, রবের প্রতি বিশ্বাসী, তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করলাম। (১৪) তাদের মন শক্ত করলাম;

إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا

ইয্ ক্বা-মূ ফাক্বা-লূ রব্বুনা-রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি লান্ নাদ্‌'উঅ মিন্ দূনিহী ~ ইলা-হাল্
তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের রব আসমান যমীনের রব। আর কখন ও তাকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ আহ্বান

لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝١٥ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ

লাক্বদ্ ক্বুল্‌না ~ ইযান্ শাত্বোয়াত্বোয়া-। ১৫। হা ~ উলা —য়ি ক্বওমুনাত্তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~আ-লিহাহ্; লাওলা- ইয়া''তূনা
করব না, করলে অত্যন্ত গর্হিত হব; (১৫) এরা তো আমাদেরই জাতি, এরা তাঁকে ছেড়ে বহু ইলাহ্ বানিয়েছে, কেন তারা

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٦﴾ وَاِذِ

'আলাইহিম্ বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ বাইয়িনিন্; ফামান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তার- 'আলাল্লা-হি কাযিবা-।১৬। অ ইযি''

স্পষ্ট প্রমাণ আনে না? তবে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? (১৬) যখন

اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ

তাযাল্তুমূহুম্ অমা-ইয়া'বুদূনা ইল্লাল্লা-হা ফা''য়ূ ~ ইলাল্ কাহ্ফি ইয়ান্শুর্ লাকুম্ রব্বুকুম্ মির্

তাদের ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ থেকে ভিন্ন হয়েছ। তখন গুহায় আশ্রয় লও, রব তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন

رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٧﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ

রহ্মাতিহী অ ইয়ুহাইয়ি''য়ে; লাকুম্ মিন্ আম্রিকুম্ মির্ফাক্ব-।১৭। অতারা শ্ শাম্সা ইযা- ত্বোয়ালা'আত্ তাযা-অরু

এবং; তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মকে সহায়ক করবেন। (১৭) আর উদয়কালে সূর্যকে তাদের গুহা থেকে ডান দিকে

عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ

'আন্ কাহ্ফিহিম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি অ ইযা-গরবাত্ তাক্ব্রিদ্বুহুম্ যা-তাশ্ শিমা-লি অহুম্ ফী

হেলতে দেখবে এবং যখন অস্ত যায় তখন তা তাদেরকে বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করে, অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত স্থানে

فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ

ফাজ্ব্ অতিম্ মিন্হু যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হ্; মাইঁইয়াহ্দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্তাদি অমাই ইঁয়ুদ্বলিল্

থাকে। এটি আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়; যাকে তিনি বিপথগামী করেন,

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٨﴾ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ع ২ ৫ 14 রুকু

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ অলিয়্যাম্মুর্শিদা-।১৮। অতাহ্সাবুহুম্ আইক্ব-জোয়াঁও অহুম্ রুকূ্দুঁও অ নুক্বল্লিবুহুম্

সে তার পথ প্রদর্শক, অভিভাবক পাবেন না;(১৮) তাদেরকে দেখলে জাগ্রত মনে করবেন, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর

ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ

যা-তাল্ ইয়ামীনি অযা-তাশ্ শিমা-লি অকাল্বুহুম্ বা-সিতুন্ যির-'আইহি বিল্অছীদ্; লাওয়িত্ত্ব্ ত্বোয়ালা'তা

তাদেরকে আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম। আর তাদের কুকুরটির সামনের পদদ্বয় গুহার মুখের দিকে প্রসারিত ছিল।

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٩﴾ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ

'আলাইহিম্ লাওয়াল্লাইতা মিন্হুম্ ফির-রঁও অলামুলি''তা মিন্হুম্ রু'বা-।১৯। অ কাযা-লিকা বা'আছ্না-হুম্

আপনি যদি দেখতেন, তবে পলায়ন করতেন, আর তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন।(১৯) এ'ভাবে জাগালাম যেন তারা পরস্পর

আয়াত-১৭ ঃ সহীহ মতানুসারে আস্হাবে কাহাফ বর্তমানে জীবিত নেই। আস্হাবে কাহাফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাত করার পর বাদশাহের নিকট হতে তারা বিদায় গ্রহণ করে এবং নিজেদের শয়ন স্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তাআ'লা তখনই তাদের মৃত্যুদান করেন। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ) আয়াত-১৮ ঃ ইবনে আতিয়্যা (রঃ) বলেছেন যে, একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে কোরআন মজীদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছে, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে, যে সকল ঈমানদার লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদের ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় তাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে যারা আ'মলে কাঁচা অথচ রাসূল (ছঃ)-কে ভালবাসে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

লিইয়াতাসা — য়ালূ বাইনাহুম্; ক্বা-লা ক্ব — য়িলুম্ মিন্হুম্ কাম্ লাবিছ্তুম্ ; ক্ব-লূ লাবিছ্না-ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া

জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমরা কতকাল এখানে ছিলে? বলল, আমরা একদিন বা কিছু সময়।

يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى

ইয়াওম্; ক্ব-লূ রব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-লাবিছ্তুম্; ফাব্আছূ ~ আহাদাকুম্ বিওয়ারিক্বিকুম্ হা-যিহী ~ ইলাল্

কেউ বলল, তোমাদের রবই তোমাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে ভাল জানেন। এখন তোমরা একজনকে এ মুদ্রা দিয়ে নগরে

الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

মাদীনাতি ফাল্ইয়ান্জুর্ আই ইয়ুহা ~ আয্কা-ত্বোয়া'আ-মান্ ফাল্ইয়া''তিকুম্ বিরিয্ক্বিম্ মিন্হু অল্ইয়াতালাত্ত্বোয়াফ্ অলা-

প্রেরণ কর; সে যেন যাচাই করে দেখে আমাদের জন্য উত্তম খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন সুকৌশলে কাজ করে; আর

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي

ইয়ুশ্'ইরান্না বিকুম্ আহাদা-। ২০। ইন্নাহুম্ ইঁ ইয়াজ্হারূ 'আলাইকুম্ ইয়ারজুমূকুম্ আও ইয়ু'ঈ দূকুম্ ফী

কাকেও যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায়। (২০) তোমাদের ব্যাপারে জানলে হত্যা করবে বা মুরতাদ বানাবে, এমন

مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

মিল্লাতিহিম্ অলান্ তুফ্লিহূ ~ ইযান্ আবাদা-।২১। অ কাযা-লিকা আ'ছার্না-'আলাইহিম্ লিইয়া'লামূ ~ আন্না অ'দাল্লা-হি

ঘটলে তোমরা সফল হতে পারবে না। (২১) আর এভাবে তাদেরকে প্রকাশ করলাম যেন তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর

حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

হাক্ব্ক্বুঁও অআন্নাস্সা-'আতা লা-রইবা ফীহা-ইয্ ইয়াতানা-যা'উনা বাইনাহুম্ আম্রহুম্ ফাক্ব-লুব্নূ

প্রতিশ্রুতি সত্য। কেয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তারা যখন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত তখন বলল, তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ

عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ

'আলাইহিম্ বুন্ইয়া-না-; রব্বুহুম্ আ'লামু বিহিম্ ; ক্ব-লাল্লাযীনা গলাবূ 'আলা ~ আম্রিহিম্ লানাত্তাখিযান্না

করে দাও; তাদের রবই তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন; যারা ঐ ব্যাপারে জয়ী হল-বলল, অবশ্যই আমরা তাদের পাশে

عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢٢﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

'আলাইহিম্ মাস্জিদা-। ২২। সাইয়াক্বূলূনা ছালা-ছাতুর র-বি'উহুম্ কাল্বুহুম্ অইয়াক্বূলূনা খাম্সাতুন্ সাদিসুহুম্

মসজিদ বানাব। (২২) তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবে, তারা তিনজন ছিল,চতুর্থ হল তাদের কুকুর; কেউ বলবে, তারা ছিল পাঁচ,

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ

কাল্বুহুম্ রাজ্ম্-মাম্ বিল্গইবি অ ইয়াক্বূলূনা সাব্'আতুঁও অ ছা-মিনুহুম্ কাল্বুহুম্; ক্বুর্ রব্বী ~ আ'লামু

ষষ্ঠ হল কুকুর; অদৃশ্যে পাথর নিক্ষেপের মত; কেউ বলবে সাত, অষ্টম হল তাদের কুকুর; বলুন, রবই কেবলমাত্র তাদের সংখ্যা

بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۖ وَلَا تَسْتَفْتِ

বি'ইদ্দাতিহিম্ মা-ইয়া'লামুহুম্ ইল্লা-ক্বলীল্; ফালা-তুমা-রি ফীহিম্ ইল্লা-মির — য়ান্ জোয়া-হিরাঁও অলা-তাস্‌তাফ্‌তি

ভাল জানেন, তাদের সংখ্যা অতি কম লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের বিষয়ে তর্ক করবেন না। তাদের

ع ৩ ১৫ রুকু

فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٣﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا أَنْ

ফীহিম্ মিন্‌হুম্ আহাদা- ।২৩। অলা-তাক্বূ লান্না লিশাইয়িন্ ইন্নী ফা-'ইলুন্ যা-লিকা গদা- । ২৪। ইল্লা ~ আইঁ

কাউকে প্রশ্নও করবেন না। (২৩) আর কোন ব্যাপারেই বলবেন না যে, 'আমি তা আগামী কাল করব।' (২৪) তবে আল্লাহ

يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ

ইয়াশা — য়াল্লা-হু অয্‌কুর্ রব্বাকা ইযা-নাসীতা অক্বূ্‌ল্ 'আসা ~ আইঁ ইয়াহ্‌দিয়ানি রব্বী লিআক্বূ্‌রবা

ইচ্ছা করলে; ভুলে গেলে আপনার রবকে স্মরণ করে বলুন, সম্ভবত আমার রব আমাকে এর চেয়ে অধিক নিকটতর

مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ

মিন্ হা-যা-রশাদা- । ২৫। অ লাবিছূ ফী কাহ্‌ফিহিম্ ছালা-ছা মিয়াতিন্ সিনীনা অয্‌দা-দূ তিস্‌'আ- । ২৬। ক্বুলিল্লা-হু

পথ প্রদর্শন করবেন।(২৫) তারা তাদের গুহায় তিনশ' এবং আরও নয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। (২৬) বলুন, তাদের

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ

আ'লামু বিমা-লাবিছূ লাহূ গইবুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্; আব্‌ছির্ বিহী অআস্‌মি' মা-লাহুম্ মিন্

অবস্থান আল্লাহই সম্যক অবগত, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র তাঁরই। কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া

دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

দূনিহী মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা-ইয়ুশ্‌রিকু ফী হুক্‌মিহী ~ আহাদা- । ২৭। অত্‌লু মা ~ উহিয়া ইলাইকা মিন্

তাদের কোন বন্ধু নেই। তিনি কাকেও স্বীয় কর্তৃত্বে অংশীদার বানান না। (২৭) আপনার রবের কিতাবের প্রত্যাদেশ পাঠ করে

كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ

কিতা-বি রব্বিক্;লা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিহী অলান্ তাজ্বিদা মিন্‌দূনিহী মুল্‌তাহাদা- । ২৮। অছ্‌বির্

তাদেরকে শ্রবণ করান; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই; তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয় পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে

نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ

নাফ্‌সাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা রব্বাহুম্ বিল্‌গদা-তি অল্'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা অজ্‌হাহূ অলা-তা'দু

তাদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে রাখুন যারা ইবাদত করে নিজেদের রবের; সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সকাল-সন্ধ্যায়; আর পার্থিব

আয়াত-২২ ঃ ছহীহ্ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসহাবে কাহাফের নাম বর্ণনা করেন- মুকসালমীনা, তাম্‌লীখা, মারতুনূস, সানূনূস, সারিনূতূস, য়ুনওয়াস, কাইয়াস্তাতিয়ুনূস আর অষ্টমটি হল ক্বিত্‌মীর। (মাঃ কোঃ) ২। এ আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হতে বিরত থাকা উচিত। কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এর পরও কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িয়ে পড়লে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করা বাঞ্ছনীয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৪ ঃ আগামীকে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'ইনশাআল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। ইন্‌শাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলে, যখন স্মরণ হবে তখনই বলে নিবে। অবশ্য কেবল বরকত লাভ ও গোলামীর স্বীকারোক্তির জন্যই এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য কোন শর্তারোপ করা উদ্দেশ্য নয়। (মাঃ কোঃ)

عَيْنَكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

'আইনা-কা 'আন্‌হুম্ তুরীদু যীনাতাল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অলা-তুত্বি'মান্ আগ্‌ফাল্‌না-ক্বল্‌বাহূ 'আন্ যিক্‌রিনা-

জীবনের শোভা চেয়ে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করেছি, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ

وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٩﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

অত্তাবা'আ হাওয়া-হু অ কা-না আম্‌রুহূ ফুরুত্বোয়া-। ২৯। অক্বুলিল্ হাক্বু মির্ রব্বিকুম্ ফামান্ শা — য়া ফাল্ ইয়ু''মিও

করে, যার কার্য সীমার বাইরে তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন, সত্য (দীন) হল তোমার রবের, সুতরাং যার ইচ্ছা

وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ نَارًا ۙ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ

অমান্ শা — য়া ফাল্ ইয়াক্‌ফুর্ ইন্না ~ আ'তাদ্‌না-লিজ্ব্‌জোয়া-লিমীনা না-রান্ আহা-ত্বোয়া বিহিম্ সুরা-দিক্বুহা-; অ ইঁ

বিশ্বাস করুক কিংবা যার ইচ্ছা কুফুরী করুক; নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য অগ্নি তৈরি করে রেখেছি; যার তাঁবু তাদেরকে

يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ

ইয়াস্‌তাগীছূ ইয়ুগা-ছূ বিমা — য়িন্ কাল্‌মুহ্‌লি ইয়াশ্‌ওয়িল্ উজ্বূহ্; বি'সাশ্ শারা-ব্; অসা — য়াত্

ঘিরে রাখবে। তারা পানীয় চাইলে গলিত তামার মত পানি দেয়া হবে, যা মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সে পানীয়!

مُرْتَفَقًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

মুর্‌তাফাক্বা-। ৩০। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ইন্না-লা-নুদ্বী'উ আজ্‌রা মান্ আহ্‌সানা

কতই না খারাপ সে আবাস!(৩০) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান বিনষ্ট

عَمَلًا ﴿٣١﴾ أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

'আমালা-। ৩১। উলা — য়িকা লাহুম্ জ্বান্না-তু 'আদ্‌নিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহিমুল্ আন্‌হা-রু ইয়ুহাল্লাওনা ফীহা-

করি না। (৩১) তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের উপযোগী জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত।

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ

মিন্ আসা-ওয়ির মিন্ যাহাবিঁও অ ইয়াল্‌বাস্‌না ছিয়াবান্ খুদ্বরাম্ মিন্ সুন্‌দুসিঁও অ ইস্‌তাব্‌রক্বিম্ মুত্তাক্বিয়ীনা

তাদেরকে সোনার কঙ্কন পরানো হবে এবং পরিধান করবে সবুজ-সূক্ষ্ম ও মোটা রেশমী বস্ত্র। পরে তারা সুসজ্জিত পালঙ্কের

فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا

ফীহা-'আলাল্ আর — য়িক্; নি'মাছ্ ছাওয়া-ব্; অহাসুনাত্ মুর্‌তাফাক্বা-। ৩২। অদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালার্

উপর উপবেশন করবে। কতই না সুন্দর প্রতিদান, সুখময়-নিকেতন! (৩২) আর আপনি তাদেরকে দু ব্যক্তির উপমা প্রদান

رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا

রাজু লাইনি জা'আল্‌না-লিআহাদিহিমা-জ্বান্নাতাইনি মিন্ আ'না-বিঁও অ হাফাফ্‌না-হুমা-বিনাখ্‌লিঁও অ জ্বা'আল্‌না-বাইনাহুমা-

করুন , একজনকে আমি দুটি আঙ্গুর বাগান দিলাম এবং এ দুটিকে খেজুর গাছ দিয়ে বেষ্টন করলাম, উভয়ের মাঝে শস্যক্ষেত্রও

زَرْعًا ﴿٣٣﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۙ

যার্'আ-।৩৩। কিল্‌তাল্ জ্বান্নাতাইনি আ-তাত্ উকুলাহা- অ লাম্ তাজ্‌লিম্ মিন্‌হু শাইয়াঁও অ ফাজ্জ্বার্‌না-খিলা-লাহুমা-নাহর-।
প্রদান করলাম। (৩৩) উভয় বাগানই ফল প্রদান করল, ত্রুটি করে নি; আর তার ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করলাম।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ۙ ﴿٣٤﴾

৩৪। অ কা-না লাহূ ছামারুন্ ফাক্বা-লা লিছোয়া- হিবিহী অ হুঅ ইয়ুহা-ওয়িরুহূ~ আনা-আক্‌ছারু মিন্‌কা মা-লাওঁ অ আ'আয্‌যু নাফার-।
(৩৪) এবং তার আরও বহু সম্পদ ছিল, কথায় কথায় সে তার সঙ্গীকে বলল, তোমার চেয়ে আমি সম্পদশালী ও জনবলে শ্রেষ্ঠ।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ ﴿٣٥﴾ وَّمَاۤ

৩৫। অ দাখালা জ্বান্নাতাহূ অ হুঅ জোয়া-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী ক্বা-লা মা ~ আজুন্নু আন্ তাবীদা হা-যিহী ~ আবাদা-। ৩৬। অমা~
(৩৫) সে জালিম অবস্থায় বাগানে প্রবেশ করে বলল, আমার ধারণা এটি ধ্বংস হবে না। (৩৬) আর আমি কেয়ামত

اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ

আজুন্নুস্ সা'আতা ক্বা—য়িমাতাঁও অলায়ির্ রুদিত্‌তু ইলা-রব্বী লাআজ্বিদান্না খইরম্ মিন্‌হা- মুন্‌ক্বলাবা-।৩৭। ক্বা-লা
হবার ধারণাও করি না, আর যদি আমাকে কখনও রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়ই তবে সেখানে এতদপেক্ষা উত্তম স্থানই পাব। (৩৭) তার বন্ধু

لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

লাহূ ছোয়া-হিবুহূ অ হুঅ ইয়ুহা-ওয়িরুহূ ~ আকাফার্‌তা বিল্লাযী খলাক্বকা মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্‌ফাতিন্ ছুম্মা
তাকে বলল, তাঁকে কি তুমি অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি হতে পরে শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তোমাকে

سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ

সাওয়্যা-কা রাজু্লা-। ৩৮। লা-কিন্না হুওয়াল্লা-হু রব্বী অলা ~উশ্‌রিকু বিরব্বী ~আহাদা-। ৩৯। অ লাওলা ~ ইয্ দাখাল্‌তা
মানুষ বানিয়েছেন? (৩৮) কিন্তু আল্লাহই আমার রব, কাকেও আমি রবের সাথে শরীক করি না। (৩৯) আর তুমি উদ্যানে

جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ

জ্বান্নাতাকা ক্বুল্‌তা মা-শা — য়াল্লা-হু লা-ক্বুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হি ইন্ তারনি আনা-আক্বল্লা মিন্‌কা মা-লাঁও ওয়া
প্রবেশ করে কেন বললে না, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়ে থাকে, আল্লাহর শক্তিই আসল শক্তি? যদিও আমাকে ধনে-জনে তোমার

وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّىْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ

অলাদা-। ৪০। ফা'আসা-রব্বী ~ আইঁ ইয়ু'তিয়ানি খইরম্ মিন্ জ্বান্নাতিকা অইয়ুর্‌সিলা 'আলাইহা- হুস্‌বা-নাম্ মিনাস্
অপেক্ষা কম দেখছ; (৪০) হয়ত আমার রব তোমার উদ্যান অপেক্ষা ভাল কিছু আমাকে দিবেন, আর তাতে আসমানী

আয়াত-৩৯ঃ শুআ'বুল ঈমানে হযরত আনাস (রাঃ)এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন ঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর "মা শাআল্লাহ লা- হাওলা অলা-কুউঅতা ইল্লা বিল্লাহ" বলে দেয়া কোন বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ-নযর হতে নিরাপদ থাকবে। যা হোক, মু'মিন নেক্‌কার লোকটি তার অকৃতজ্ঞ সঙ্গীকে বলল, সম্পদ তো আল্লাহরই দান। অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার জন্য বিপদ আসার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ যে কোন সময় তাঁর নেয়া'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) আয়াত-৪০ ঃ অর্থাৎ আসমান থেকে হয়ত অগ্নি বর্ষিত হবে, অথবা আসমান থেকে অন্য কোন বিপদ নাযিল হবে। (মাঃ কোঃ)

السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤١﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤٢﴾ وَ

সামা — য়ি ফাতুছ্‌বিহা ছোয়া'ঈদান্ যালাক্ব-। ৪১। আও ইয়ুছ্‌বিহা মা — য়ুহা-গওরান্ ফালান্ তাস্‌তাত্বী 'আ লাহূ ত্বোয়ালাবা-। ৪২। অ

বালা পাঠাবেন, যেন তা উদ্ভিদ শূন্য হয়। (৪১) বা তার পানি অন্তর্হিত হবে, যা চাইতেও পারবে না। (৪২) পরে

أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

উহীত্বোয়া বিছামারিহী ফাআছ্‌বাহা ইয়ুক্বাল্লিবু কাফ্‌ফাইহি 'আলা-মা ~ আন্‌ফাক্ব ফীহা-অ হিয়া খ-ওয়িয়াতুন্ 'আলা-উরূশিহা-

তার সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হল, তাতে ব্যয়ের জন্য সে আক্ষেপ করল, আর তা মঞ্চে পড়ে রইল; তখন সে বলতে

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٣﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ

অ ইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানী লাম্ উশ্‌রিক্ বিরব্বী ~ আহাদা-। ৪৩। অলাম্ তাকুল্লাহূ ফিয়াতুঁই ইয়ান্‌ছুরূ নাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি

লাগল হায়! যদি আমি রবের শরীক না করতাম! (৪৩) আর তার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী দলও ছিল না;

ع ১৩ ১৭ রুকু ৫

وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٤﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۞

অমা-কা-না মুন্‌তাছির-। ৪৪। হুনা-লিকাল্ অলা-ইয়াতু লিল্লা-হিল্ হাক্ব্; হুঅ খইরুন্ ছাওয়া-বাঁও অখইরুন্ 'উক্ব্বা-।

যে নিজেও প্রতিকার করতে পারেনি। (৪৪) সেখানে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহরই; পুণ্য ও পরিণাম দানে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

﴿٤٥﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

৪৫। অদ্‌রিব্ লাহুম্ মাছালাল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-কামা — য়িন্ আন্‌যাল্‌না-হু মিনাস্ সামা — য়ি ফাখ্‌তালাত্বোয়া বিহী নাবা-তুল্

(৪৫) আপনি তাদের নিকট পার্থিব উদাহরণ প্রদান করুন, যেমন পানি- যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি। তা দ্বারা

الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞

আর্‌দ্বি ফাআছ্‌বাহা হাশীমান্ তায্‌রূ হুর্‌রিয়া-হু; অকা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িম্ মুক্বতাদির-।

ভূমির উদ্ভিদ ঘন হয়ে উদ্‌গত হয়, পরে শুকিয়ে এমন চূর্ণ হয় যে, বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

﴿٤٦﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا

৪৬।-আল্‌মালু অল্‌বানূনা যীনাতুল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অল্ বা-ক্বিয়া-তুছ্ ছোয়া-লিহা-তু খইরুন্ 'ইন্‌দা রব্বিকা ছাওয়া-বাঁও

(৪৬) ধন সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, স্থায়ী নেক কাজ আপনার রবের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে

وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٧﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

অখইরুন্ আমালা-। ৪৭। অ ইয়াওমা নুসাইয়্যিরুল্ জ্বিবা-লা অ তারাল্ আর্‌দ্বোয়া বা-রিযাতাঁও অ হাশার্‌না-হুম্ ফালাম্ নুগ-দির্

এবং আশার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। (৪৭) সেদিন পর্বতকে সঞ্চালিত করব, ভূমিকে উন্মুক্ত দেখব, সকলকে একত্র করব, কাকেও

مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٨﴾ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

মিন্‌হুম্ আহাদা-। ৪৮। অ উরিদ্বূ 'আলা-রব্বিকা ছফ্‌ফা-; লাক্বদ্ জ্বি'তুমূনা কামা-খলাক্বু না-কুম্ আউয়্যালা মার্‌রাহ্

ছাড়ব না। (৪৮) তাদেরকে আপনার রবের নিকট সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে; আমার কাছে তো আসলে, যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম।

৪৯।

بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ

বাল্ যা'আম্‌তুম্ আল্লান্ নাজ্‌'আলা লাকুম্ মাও'ইদা- । ৪৯। অ উদ্বি'আল্ কিতা-বু ফাতারাল্ মুজ্‌রিমীনা

অথচ তোমরা মনে করতে যে, প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না! (৪৯) এবং আমলনামা রাখা হবে, আপনি পাপীদেরকে

مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا

মুশ্‌ফিক্বীনা মিম্মা-ফীহি অইয়াক্বূলূনা ইয়া-অইলাতানা-মা-লি হা-যাল্ কিতা-বি লা-ইয়ুগ-দিরু ছোয়াগীর তাঁও অলা-

আতঙ্কগ্রস্ত দেখবেন । তারা বলবে, হায় আফসোস আমাদের জন্য! এটি কেমন আমলনামা? এতে ছোট বড় কিছুই তো

كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٥٠﴾ وَاِذْ

কাবীর তান্ ইল্লা~ আহ্‌ছোয়া-হা-অওয়াজ্বাদূ মা- 'আমিলূ হা-দ্বির-; অলা-ইয়াজ্‌লিমু রব্বুকা আহাদা- । ৫০। অ ইয্

হিসাব ছাড়া নেই! তাদের কৃতকর্ম তারা হাযির পাবে। আপনার রব কারও প্রতি জুলুম্ করেন না। (৫০) আর যখন

ع ৫ ১৮ রুকু ৬

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ

কুল্‌না-লিল্ মালা — য়িক্বাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~ ইল্লা ~ ইবলীস্; কা-না মিনাল্ জ্বিন্নি ফাফাসাক্ব 'আন্

ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে জ্বিন ছিল, সে আমান্য করল তার রবের

اَمْرِ رَبِّهٖ ۗ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ

আম্‌রি রব্বিহ্; আফাতাত্তাখিযূনাহূ অ যুররিয়্যাতাহূ ~ আউলিয়া — য়া মিন্ দূনী অহুম্ লাকুম্ 'আদূউ-; বি''সা

নির্দেশ; তোমরাও কি আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার সন্তানকে বন্ধু বানাবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালিমদের জন্য নিকৃষ্ট

لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥١﴾ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ

লিজ্জোয়া-লিমীনা বাদালা- ৫১। মা ~ আশ্‌হাত্‌তুহুম্ খল্‌ক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অলা-খল্‌ক্ব আন্‌ফুসিহিম্

বিনিময়। (৫১) আসমান-যমীনের সৃষ্টিকালে তাদেরকে আহ্বান করি নি. না তাদের সৃষ্টিকালে; আর আমি এমন নয়

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥٢﴾ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ

অমা- কুন্‌তু মুত্তাখিযাল্ মুদ্বিল্লীনা 'আদ্বুদা- ।৫২। অ ইয়াওমা ইয়াক্বূলু না-দূ শুরাকা — য়িয়াল্লাযীনা যা'আম্‌তুম্

যে ভ্রান্তদেরকে সাহায্যকারী বানাব। (৫২) সেদিন বলবেন, তোমারা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক;

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ

ফাদা 'আওহুম্ ফালাম্ ইয়াস্‌তাজীবূ লাহুম্ অ জ্বা'আল্‌না-বাইনাহুম্ মাওবিক্ব- ।৫৩। অরয়াল্ মুজ্‌রিমূনা ন্না-র

তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা সাড়া দিবে না; তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করব। (৫৩) পাপীরা যখন আগুন দেখবে

টীকা ঃ আয়াত-৫০ ঃ পার্থিব লোভ এবং আখেরাতের প্রতি অমনোযোগীতাই হেদায়াতের অন্তরায়। দুটি কারণেই এ অন্তরায় সৃষ্টি হয়। একঃ ধনৈশ্বর্য ও এর উপকরণ এবং সন্তান-সন্ততি, যার নেশায় সে এমন বিভোর হয় যে, সে না আখেরাতের কোন চিন্তা করতে পারে আর না সেখানকার পাথেয় তৈরির সময় পায়। দুই ঃ শয়তান ও তৎ বংশধররা অথবা তদানুগত্যশীল মানুষ। তার কু-মন্ত্রণা মানুষের মনে এমন কু-ধারণার সৃষ্টি করে, যা সারাক্ষণই মানুষকে অন্যায় ও পঙ্কিল বিষয়সমূহের দিকে তাড়াতে থাকে। অতঃপর শয়তানের এই কু-মন্ত্রণা চালিত ধ্যান ধারণার উপর কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে তা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায় এবং তা বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ পর ধর্ম হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় যাতে তারা অত্যন্ত সু-শোভিত দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণকর কাজ ভাবে, এমনকি তার পক্ষে আল্লাহর নবীর সাথে পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। (বঃ কঃ)

৭ ع ৪ ১৯ রুকু

فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ

ফাজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ মুত্অ-ক্বিউ'হা-অলাম্ ইয়াজ্বিদূ 'আন্‌হা মাছ্‌রিফা-। ৫৪। অ লাক্বদ্ ছোয়ার্‌রাফ্‌না-ফী হা-যাল্ ক্বুর্‌আ-নি
তখন মনে করবে, তাদেরকে তাতে পড়তেই হবে; বাঁচার পথ পাবে না। (৫৪) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য উপমা

لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ

লিন্না -সি মিন্ কুল্লি মাছাল্; অ কা-নাল্ ইন্‌সা-নু আক্‌ছারা শাইয়িন্ জ্বাদালা-। ৫৫। অমা-মানা'আন্না-সা
দ্বারা বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়াটে। (৫৫) মানুষকে ঈমান আনা এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা

أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

আইঁ ইয়ু'মিনূ ~ ইয্ জ্বা — য়াহুমুল্ হুদা- অ ইয়াস্ তাগ্‌ফিরূ রব্বাহুম্ ইল্লা ~ আন্ তা''তিয়াহুম্ সুন্নাতুল্ আও অলীনা
চাওয়া হতে বিরত রাখে কেবল এটি যে, যখন তাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের মত আচরণ

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٦﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

আও ইয়া''তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু ক্বুবুলা-। ৫৬। অমা- নুর্‌সিলুল্ মুর্‌সালীনা ইল্লা-মুবাশ্‌শিরীনা অ মুন্‌যিরীনা
করুক অথবা তাদের প্রতি সরাসরি আযাব অবতীর্ণ হোক। (৫৬) আমি কেবল রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوٓا آيَاتِي وَمَآ

অ ইয়ুজ্বা-দিলুল্লাযীনা কাফারূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইয়ুদ্‌হিদ্বূ বিহিল্ হাক্ব্‌ক্ব অত্তাখাযূ ~ আ-ইয়া-তী অমা ~
রূপেই প্রেরণ করি। সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য কাফেররা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়; অথচ আমার আয়াত ও সতর্কতার বিষয়কে

أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

উন্‌যিরূ হুযুঅ। ৫৭। অমান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ যুক্‌কিরা বি আ-ইয়া-তি রব্বিহী ফাআ'রদ্বোয়া 'আন্‌হা-অনাসিয়া মা-
তারা বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে। (৫৭) তার চেয়ে বড় জালিম কে থাকে রবের আয়াত স্মরণ করালে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়

قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن

কাদ্দামাত্ ইয়াদা-হ্; ইন্না-জ্বা'আল্‌না- 'আলা-ক্বুলূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আইঁ ইয়াফ্‌ক্বাহূহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্ব্‌র-; অ ইন্
ও কৃতকর্ম ভুলে যায় আমি তাদের মনে আবরণ দিয়ে রেখেছি ও কানে বধিরতা দিয়েছি যেন তা (কোরআন) না বুঝে, আর

تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٨﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ

তাদ্'উহুম্ ইলাল্ হুদা-ফালাইঁ ইয়াহ্‌তাদূ ~ ইযান্ আবাদা-। ৫৮। অ রব্বুকাল্ গফূরু যুর্‌রহমাহ্; লাও
আপনি যদি তাদের সৎপথে আহ্বান করেন, তবে তারা কখনো আসবে না। (৫৮) রব ক্ষমাশীল, দয়ালু, কৃতকর্মের জন্য

يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن

ইয়ুআ খিযুহুম্ বিমা-কাসাবূ লা'আজ্জ্বালা লাহুমুল্ 'আযা-ব্; বাল্ লাহুম্ মাও'ইদুল্লাইঁ ইয়াজিদূ মিন্
পাকড়াও করতে চাইলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, বরং তাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল আছে, যা থেকে তারা কখনও লুকানোর

৮ ع ৬ ২০ রুকু

دُونِهِۦ مَوْئِلًا ﴿٥٩﴾ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا *

দূনিহী মাওয়িলা- ।৫৯। অ তিল্‌কাল্ কু্র ~ আহ্‌লাক্‌না-হুম্ লাম্মা- জোয়ালামূ অজ্জা'আল্‌না-লিমাহ্‌লিকিহিম্ মাওইদা-।

জায়গা পাবে না। (৫৯) আর জনপদবাসীকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেছি এবং ধ্বংসের জন্য কাল নির্ধারণ করেছি।

﴿٦٠﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا *

৬০। অইয্ কু্-লা মূসা -লিফাতা-হু লা ~ আব্‌রহু হাত্তা ~ আব্‌লুগ মাজ্‌মা'আল্ বাহ্‌রাইনি আও আম্‌দ্বিয়া হুক্‌বা-।

(৬০) আর যখন মূসা যুবককে ১ বলল, দু সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত থামব না, বা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

﴿٦١﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا

৬১। ফালাম্মা-বালাগ মাজ্‌মা'আ বাইনিহিমা-নাসিয়া-হূতাহুমা- ফাত্তাখাযা সাবীলাহূ বিল্ বাহ্‌রি সারাবা-। ৬২। ফালাম্মা-

(৬১) চলতে চলতে উভয়ের মিলনস্থলে পৌঁছলে মাছের কথা ভুলে গেল, এবং তা সমুদ্রের সুড়ংগ পথে চলে গেল। (৬২) অতঃপর অগ্রসর

جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ أَرَءَيْتَ

জ্বা-অযা-কু্-লা লিফাত্বা-হু আ-তিনা- গদা — য়ানা-লাক্বদ্ লাক্বীনা-মিন্ সাফারিনা-হাযা-নাছোয়াবা-। ৬৩। কু্-লা আরায়াইতা

হলে মূসা যুবককে বলল, প্রাতঃরাশ আন, আমরা এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সঙ্গী বলল, আপনি কি লক্ষ্য

إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ

ইয্ আওয়াইনা ~ ইলাছ্ ছোয়াখ্‌রতি ফাইন্নী নাসীতুল্ হূতা অমা ~ আন্‌সানীহু ইল্লাশ্ শাইত্বোয়া-নু আন্

করেছেন? আমরা যখন পাথরে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের কথা আমরা ভুলে গিয়ছিলাম, শয়তানই তাদেরকে তা

أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٤﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ

আয্‌কুরাহূ ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্‌রি 'আজ্বাবা-।৬৪। কু্-লা যা-লিকা মা-কুন্না- নাব্‌গি ফারতাদ্দা 'আলা ~

ভুলিয়েছে, মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে পথ ধরে চলে গেল। (৬৪) মূসা বলল, তাই তো চাচ্ছি, তাই তারা পদচিহ্ন

ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَٰهُ مِن

আ-ছা-রিহিমা ক্বাছোয়াছোয়া-।৬৫। ফাঅজ্বাদা-'আব্‌দাম্ মিন্ 'ইবা-দিনা ~ আ-তাইনা-হু রহ্‌মাতাম্ মিন্ 'ইন্‌দিনা-অ 'আল্লাম্‌না-হু মিল

ধার ফিরে চলল।(৬৫) তারপর তারা এক বান্দাহকে পেল, যাকে আমার অনুগ্রহ প্রদান করেছি, আমার পক্ষ হতে তাকে

لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا *

লাদুন্না 'ইল্‌মা-।৬৬। কু্-লা লাহূ মূসা- হাল্ আত্তাবি'উকা 'আলা ~ আন্ তু'আল্লিমানি মিম্মা-'উল্লিম্‌তা রুশ্‌দা-।

শিক্ষা দিয়েছি এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার অনুগামী হব? তা আমাকে শিখাবেন যা শিখেছেন।

টীকা ঃ ১ আয়াত-৫৮ঃ হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, শেষ বিচারের দিন কাফেরকে তার ঈমান ও আ'মল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে ঈমান ও নেক আ'মলের দাবি করবে। তার সামনে যখন তার আ'মলনামা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও লাওহে মাহ্‌ফুযের লেখা তার দাবির হাযির পেশ করা হবে, তখন সে সব অগ্রাহ্য করবে ও বিতর্ক করবে। পরিশেষে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার দাবি খণ্ডন করবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৫৯ ঃ আ'দ ও সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখ, তাদের ঘটনা সকলেরই জানা। তাদের বাসস্থান সকলের নিকট পরিচিত। সীমা লংঘনের কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তা হতে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। তোমরা যদি রাসূল (ছঃ)-এর বিরোধিতা কর, তবে সেই একই পরিণতি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

٦٧ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٦٨ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

৬৭। ক্ব-লা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী 'আ মাই'য়া ছোয়াব্রা-। ৬৮। অ কাইফা তাছ্বিরু 'আলা-মা-লাম্ তুহিত্ব্ বিহী খুব্রা-।
(৬৭) বলল, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। (৬৮) আর যা তোমার জ্ঞানায়ত্ব নয় তাতে ধৈর্য ধরবে কিভাবে ?

٦٩ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٧٠ قَالَ فَإِنِ

৬৯। ক্ব-লা সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্ শা — য়াল্লা-হু ছোয়া-বিরাঁও অলা ~ আ'ছী লাকা আম্র-।৭০। ক্ব-লা ফাইনিত্
(৬৯) মূসা বলল, আল্লাহ চাইলে আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আপনার নির্দেশ অমান্য করব না। (৭০) বলল, অনুগমণ

৯ ع ১১ ২১ রুকু

اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧١ فَانطَلَقَا

তাবা'তানী ফালা-তাস্য়াল্নী 'আন্ শাইয়িন্ হাত্তা —উহ্দিছা লাকা মিন্হু যিক্র-। ৭১। ফান্ত্বোয়ালাক্ব-
করলে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি তা বলে দেই। (৭১) অতঃপর তারা উভয়ে চলল, যখন নৌকায়

حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

হাত্তা ~ ইযা-রকিবা-ফিস্ সাফীনাতি খারাক্বাহা-; ক্ব-লা আখারাক্ব্ তাহা-লিতুগ্রিক্ব আহ্লাহা-লাক্বদ্ জ্বি''তা
উঠল, সে তা ছিদ্র করে দিল; মূসা বলল, আপনি কি নৌকাটিকে এ জন্য ছিদ্র করলেন যে এর আরোহীদের ডুবিয়ে দিবেন? নিঃসন্দেহে গুরুতর

شَيْئًا إِمْرًا ٧٢ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٧٣ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي

শাইয়ান্ ইম্র-।৭২। ক্ব-লা আলাম্ আক্বুল্ ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী'আ মাইয়া ছোয়াব্র-। ৭৩। ক্ব-লা লা-তুওয়া-খিয্নী
অন্যায় কাজ করেছেন।(৭২) বলল, আমি কি বলি নি তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবে না? (৭৩) মূসা বলল, ভুলের

بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٧٤ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا

বিমা-নাসীতু অলা- তুর্হিক্ব্নী মিন্ আম্রী'উস্র-। ৭৪। ফান্ত্বোয়ালাক্ব-হাত্তা ~ ইযা-লাক্বিয়া-গুলা-মান্
জন্য আমাকে ধরবেন না, আমার ব্যাপারে কঠোর হবেন না। (৭৪) পুনরায় উভয়ে চলতে লাগল, যখন একটি বালকের সঙ্গে

فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

ফাক্বতালাহূ ক্ব-লা আক্বতাল্তা নাফ্সান্ যাকিয়্যাতাম্ বিগইরি নাফ্স্; লাক্বদ্ জ্বি''তা শাইয়ান্ নুক্রা-।
সাক্ষাত হয়, তখন সে তাকে হত্যা করে, বলল, নিষ্পাপ একটি জীবনকে হত্যা করলেন, এতো অন্যায় করলেন।

আয়াত-৭১ঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত খিযির (আঃ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মূসা (আঃ) প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোরআনের পূর্বাপর ঘটনা হতে জানা যায় যে, নৌকাটি ডুবে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আল্লামা বাগবীর রেওয়াতে মতে ঐ ভাঙ্গা তক্তার জায়গায় খিযির (আঃ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম, মাঃ কোঃ)

(২) সম্ভবত হযরত ইউশা ইবনে নুনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুচর হিসেবে ছিলেন, তাই মূখ্যজনের উল্লেখে অনুচরের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এটি হতে অনেক বিশারদরা এ মাসআলাও বের করেন যে, ব্যাপক ও সার্বিক বিষয়ে আদিষ্ট জনের লক্ষ্য ধরা যায় না, বরং সে ক্ষেত্রে আদেশ দাতার লক্ষ্যই ধরতে হয়।

আয়াত-৭৪ ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে, আলোচ্য আয়াতে যে বালকটিকে খিযির (আঃ) হত্যা করেন সে বালকটি ছিল নাবালেগ। একবার নাজদাহ হারূরী ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, হযরত খিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ খিযির (আঃ) ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তা করেছেন। (মাঃ কোঃ)